



বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর - ২৯ অক্টোবর, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৪

Vol: 30, Issue: 21, Cooch Behar, Friday, 16 October - 29 October, 2026, Pages: 14 Rs. 3

রাজঐতিহ্য থেকে অভিনব থিমের চমক, দুর্গোৎসবের রঙে সেজে উঠেছে কোচবিহার

দেবশীষ চক্রবর্তী

শিউলি বরা ভোর, কাশফুলে মোড়া পথ, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা আর বাতাসে আগমনী সুর। শরতের এই চিরচেনা আবহেই দেবী দুর্গার আগমনের অপেক্ষায় দিন গুনছে কোচবিহার। রাজঐতিহ্যের শহর থেকে শহরতলি, পুরনো পুজোর আঙিনা থেকে নতুন প্রজন্মের থিমনির্ভর মণ্ডপ সব মিলিয়ে দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে সেজে ওঠার প্রস্তুতি চলছে জেলাজুড়ে। কোথাও রাজ আমলের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ছোঁয়া, কোথাও দেবীর মর্ত্যে আগমনের কাহিনি, আবার কোথাও গ্রামবাংলার জীবনযাত্রা ও সাধারণ মানুষের আবেগকে মণ্ডপসজ্জায় তুলে ধরার পরিকল্পনা। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের সামনে নতুন অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে প্রস্তুতি নিচ্ছেন উদ্যোক্তারা।

কোচবিহারের দুর্গাপুজোর আকর্ষণ শুধু মণ্ডপ, প্রতিমা কিংবা আলোকসজ্জায় সীমাবদ্ধ নয়। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজপরিবারের ঐতিহ্য, প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতি, স্থানীয় সংস্কৃতি এবং মানুষের দীর্ঘদিনের আবেগ। সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে আধুনিক শিল্পভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়েই প্রতি বছর নতুন করে সাজে কোচবিহার।

ঐতিহ্যের শহরে রাজকীয় আবহ

কোচবিহারের দুর্গোৎসবের কথা উঠলেই সামনে আসে রাজ আমলের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। মদনমোহন মন্দির, বড়দেবী মন্দির এবং শহরের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় স্থানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই অঞ্চলের নিজস্ব পরিচয়। দুর্গাপুজোর সময় সেই ঐতিহ্য আরও বেশি করে মানুষের আলোচনায় উঠে আসে।

বিশেষ করে বড়দেবী মন্দিরের পুজো কোচবিহারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রাজ আমল থেকে চলে আসা রীতিনীতি, বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান এবং দেবীকে ঘিরে মানুষের বিশ্বাস এই পুজোকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। আধুনিক থিমের চাকচিক্যের পাশাপাশি এই প্রাচীন ঐতিহ্যই কোচবিহারের পুজোকে স্বতন্ত্র পরিচয় দেয়।

শহরের বিভিন্ন পুজো কমিটিও নিজেদের মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার ভাবনায় স্থানীয় ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি এবং বাংলার চিরায়ত জীবনচক্রকে গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে দর্শনার্থীদের কাছে পুজো শুধু আনন্দ উদ্‌যাপন নয়, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে নতুন করে জানারও সুযোগ হয়ে উঠছে।



ভেনাস স্কয়ারের পুজোমণ্ডপ

কোথাও দেবীর আগমন, কোথাও গ্রামবাংলার জীবনকথা

সময়ের সঙ্গে বদলেছে দুর্গাপুজোর উপস্থাপনা। এখন মণ্ডপ মানেই শুধু বাঁশ, কাপড় ও আলোর সাজ নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট ভাবনাকে শিল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। সেই ধারায় কোচবিহারের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারাও দর্শকদের জন্য নতুনত্বের সন্ধান করছেন।

কোনও মণ্ডপে উঠে আসছে পৌরাণিক কাহিনি, কোনওটিতে গ্রামীণ জীবনের সরলতা, আবার কোথাও প্রকৃতি ও পরিবেশের নানা উপাদানকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা। প্রতিমার গড়ন, মণ্ডপের স্থাপত্য, আলোকসজ্জা এবং প্রবেশপথের উপস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই দর্শনার্থীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা থাকে।

শহরের পাশাপাশি জেলার বিভিন্ন প্রান্তের পুজোও স্থানীয় মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে। পাড়ার ছোট পুজো থেকে বড় বাজেটের আয়োজন প্রতিটি পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে বহু মানুষের শ্রম, আবেগ ও স্মৃতি। পুজোকে কেন্দ্র করে তৈরি হয় সাময়িক কর্মসংস্থানও। মণ্ডপশিল্পী, প্রতিমাশিল্পী, আলোকসজ্জার কর্মী, ডেকরেটর, ঢাকি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে এই সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

থিমের চাকচিক্যের পাশাপাশি সাবেকিয়ানার টান

থিমপুজোর জনপ্রিয়তা বাড়লেও সাবেকি পুজোর আকর্ষণ আজও অটুট। ঐতিহ্যবাহী প্রতিমা, পরিচিত মণ্ডপসজ্জা, ঢাকের আওয়াজ এবং ধূপ-ধূনের গন্ধে ভরা পুজোমণ্ডপের প্রতি মানুষের টান আলাদা। বহু পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নির্দিষ্ট পুজোয় যাওয়ার রীতি বজায় রেখেছে।

অন্যদিকে, নতুন প্রজন্মের দর্শকদের কাছে থিমপুজো এক বিশেষ আকর্ষণ। অভিনব শিল্পকর্ম, ব্যতিক্রমী

আলোকসজ্জা এবং সামাজিক বার্তাসমৃদ্ধ উপস্থাপনা তাঁদের মগ্নমুখী করে। এই দুই ধারার সহাবস্থানই কোচবিহারের পুজোকে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

উদ্যোক্তাদের কাছে চ্যালেঞ্জও কম নয়। নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে ভালো মানের মণ্ডপ তৈরি, প্রতিমার সৌন্দর্য বজায় রাখা, দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভিড় সামালানোর ব্যবস্থা করা সব দিকেই নজর রাখতে হয়। উৎসবের আনন্দ যাতে কোনওভাবেই বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য প্রশাসন ও পুজো কমিটিগুলির সমন্বয়ও গুরুত্বপূর্ণ।

পুজো মানেই অর্থনীতির নতুন গতি

দুর্গাপুজোকে ঘিরে কোচবিহারের বাজারেও বাড়ে ব্যস্ততা তুঙ্গে। নতুন পোশাক, জুতো, প্রসাধনী, উপহার, মিষ্টি ও পুজোর নানা সামগ্রী কেনাকাটায় ভিড় জমে উঠেছে দোকানে দোকানে। পাশাপাশি খাবারের স্টল, অস্থায়ী দোকান এবং বিভিন্ন পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও উৎসবের দিনগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

পুজোর প্রস্তুতিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হন বহু মানুষ। মণ্ডপ নির্মাণ থেকে শুরু করে প্রতিমা তৈরি, আলো লাগানো, প্রচার, পরিবহণ এবং পরিচ্ছন্নতার কাজে স্থানীয় কর্মীদের অংশগ্রহণ থাকে। ফলে দুর্গোৎসব ধর্মীয় উৎসবের পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতিরও অন্যতম চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। উৎসবের আনন্দ যেন পরিবেশের ক্ষতির কারণ না হয়, সে বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে।

কোচবিহারের দুর্গাপুজো তাই একসঙ্গে অনেক কিছুর নাম ঐতিহ্য, শিল্প, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং মানুষের মিলন। রাজ আমলের স্মৃতি থেকে আধুনিক থিমের ভাবনা, সাবেকি প্রতিমা থেকে অভিনব মণ্ডপসজ্জা সবমিলিয়ে কোচবিহারের পুজোয় মেতে উঠবে সবাই।



দিনহাটার পুজোয় হাওয়াবদল

তৈরি নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের প্রভাব পড়েছে দিনহাটার দুর্গাপুজোর উদ্বোধনেও। গত বছর যে পুজো মণ্ডপগুলিতে উদ্বোধক হিসেবে দেখা যেত প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহকে, এ বার সেখানে



আমন্ত্রণ পাচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক। ফলে দিনহাটার পুজোকে ঘিরে বদলে গিয়েছে রাজনৈতিক সমীকরণ।

গত বছর পর্যন্ত দিনহাটার একাধিক পুজো উদ্বোধনে সামনের সারিতে থাকতেন উদয়ন গুহ। তবে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এ বার বিভিন্ন পুজো কমিটির আমন্ত্রণ পৌঁছোচ্ছে বিজেপি নেতাদের কাছে। বিধায়ক অজয় রায়ের দাবি, পুজো উদ্বোধনের জন্য তাঁর কাছে ২০০-র বেশি আমন্ত্রণপত্র এসেছে। সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব না হলেও যতগুলি সম্ভব, সেখানে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন তিনি।

অজয় রায়ের কথায়, ছোট-বড় পুজোর মধ্যে তিনি কোনও পার্থক্য করেন না। প্রতিটি পুজো শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হওয়া এবং সাধারণ মানুষ যাতে আনন্দের সঙ্গে উৎসব কাটাতে পারেন, সেটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ বার দিনহাটার পুজো দেখতে মানুষের ভিড় বাড়তে পারে বলেও মনে করছেন তিনি।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকও জানিয়েছেন, পুজো উদ্বোধনের জন্য তাঁর কাছে আমন্ত্রণ আসছে। তবে উদ্বোধক হওয়ার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ নেই তাঁর। নিশীথের বক্তব্য, ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে আমন্ত্রণের ছবিও বদলে যায়। ক্ষমতায় না থাকলে অনেক সময় আমন্ত্রণও মেলে না— এই বাস্তবতা তিনি বোঝেন।

এক বছরের ব্যবধানে দিনহাটার পুজোকে ঘিরে এই পরিবর্তন স্থানীয় রাজনীতিতে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। পুজো কমিটিগুলির আমন্ত্রণের তালিকায় নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্বের উপস্থিতি যেমন চোখে পড়ছে, তেমনি উৎসবকে কেন্দ্র করে জনসংযোগের ক্ষেত্রেও তৈরি হচ্ছে নতুন সমীকরণ।



প্ল্যাটিনাম জুবিলিতে বটতলার থিম 'আগমনী'

দেবশীষ চক্রবর্তী

কোচবিহার: শিউলি বরা ভোর, সবুজ ঘাসের বুকে ছড়িয়ে থাকা শিউলি ফুল আর লাল পাড় সাদা শাড়ির আবহে মর্ত্যে আগমন ঘটবে দেবী দুর্গার। শরতের চিরচেনা সৌন্দর্য ও বাঙালির আবেগকে সঙ্গী করে এবারের দুর্গাপুজোয় 'আগমনী' থিম নিয়ে হাজির হচ্ছে কোচবিহারের বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব।

২০২৬ সালে ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে এই পুজো। প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতেই দেবীর

মর্ত্যে আগমন এবং উমার ঘরে ফেরার চিরন্তন আনন্দকে মণ্ডপসজ্জার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

মণ্ডপে প্রবেশের মুখেই দর্শনার্থীদের চোখে পড়বে সবুজ ঘাসের উপর ছড়িয়ে থাকা শিউলি ফুল। লাল পাড় সাদা শাড়ির আবহের পাশাপাশি স্বর্গ থেকে মর্ত্যে দেবীর আগমনের দৃশ্যও বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। শরৎকালে রামচন্দ্রের দেবী দুর্গার অকালবোধনের পৌরাণিক কাহিনিকে কেন্দ্র করেও থাকছে বিশেষ উপস্থাপনার ভাবনা।

কোচবিহারের ১ নম্বর কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত এই পুজোকে ঘিরে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষের এই বিশেষ আয়োজনের বাজেট প্রায় ৫০ থেকে ৫৫ লক্ষ টাকা। ঐতিহ্যের ৭৫ বছরের পথচলার সঙ্গে নতুন ভাবনার মেলবন্ধন ঘটিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে এক অনারকম অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে চাইছেন পুজো উদ্যোক্তারা। শিউলির সুবাস, শরতের ম্লানতা আর আগমনী সুরের আবহে দেবীকে বরণ করে নেওয়ার অপেক্ষায় এখন বটতলা স্পোর্টিং ক্লাব।

পুজোয় বঙ্গে আসবেন অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কলকাতা: দুর্গাপূজার আবহে ফের পশ্চিমবঙ্গে পা রাখতে চলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যের শাসক বদলের পর এই প্রথম শারদোৎসবে কলকাতায় আসছেন তিনি। মহালয়ায় ইডেন গার্ডেনে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দুর্গাপূজার সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আসার জল্পনা থাকলেও তিনি শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। তবে নবান্ন সূত্রে আগেই ইঙ্গিত মিলেছিল যে পুজোর দিনগুলিতে রাজ্যে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অবশেষে প্রকাশ্যে এল তাঁর কলকাতা সফরের সম্পূর্ণ সূচি। বেলুড় মঠ পরিদর্শনের পাশাপাশি কলকাতার একাধিক নামী পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখে দিল্লি ফিরে যাবেন তিনি।

পঞ্জিকা অনুসারে এ বার দুর্গাপূজোয় সপ্তমী তিথি পড়েছে দু'দিন, ১৭ এবং ১৮ অক্টোবর। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী, প্রথম সপ্তমী অর্থাৎ ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় আহমেদাবাদ থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন তিনি। রাত আটটা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর কথা তাঁর। সেখান থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সরাসরি চলে



যাবেন আলিপুরের সরকারি অতিথিশালা 'সৌজন্য'-তে। ওই রাতে সেখানেই তিনি রাত্রিবাস করবেন। এরপর দ্বিতীয় সপ্তমী অর্থাৎ ১৮ অক্টোবর সকাল থেকেই শুরু হবে তাঁর ঠাসা কর্মসূচি। এ দিন শহর ও শহরতলির একাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং মণ্ডপ পরিদর্শনের পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর।

সূত্রের খবর, ১৮ অক্টোবর সকালে 'সৌজন্য' থেকে বের হয়ে শাহ সোজা চলে যাবেন হাওড়ার বেলুড় মঠে। সেখানে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে দেখা করে বেশ কিছুটা সময় কাটাবেন তিনি। বেলুড় মঠ দর্শন সেরে তিনি যাবেন বালির

দেশবন্ধু ক্লাবের পুজোয়। ক্লাবের পুজো মণ্ডপ ঘুরে দেখে তিনি পুনরায় আলিপুরের অতিথিশালায় ফিরে আসবেন কিছুক্ষণের জন্য। এরপর বিকেলে দ্বিতীয় দফায় পুজো পরিক্রমায় বের হবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে পৌঁছবেন দক্ষিণ কলকাতার চেতলায়। সেখানকার ঐতিহ্যবাহী ২৪ পল্লির মণ্ডপ ঘুরে দেখবেন তিনি।

চেতলা পর্ব চুকিয়ে অমিত শাহের গন্তব্য হবে উত্তর কলকাতার শতাব্দীপ্রাচীন শোভাবাজার রাজবাড়ি। সেখানে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে রাজবাড়ির সাবেক পুজো ও সন্ধ্যার আরতি প্রত্যক্ষ করবেন তিনি।

শোভাবাজারের পর শাহ যাবেন বিধাননগরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো মণ্ডপে। শ্রীভূমির চোখধাঁধানো পুজো পরিদর্শন শেষ করেই তিনি সোজা পৌঁছে যাবেন কলকাতা বিমানবন্দরে। দ্বিতীয় সপ্তমীর রাতেই কলকাতার পুজো সফর শেষ করে বিশেষ বিমানে দিল্লির উদ্দেশ্যে উড়ে যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, গত বছরও দুর্গাপূজোর সময় বাংলায় এসেছিলেন অমিত শাহ। সে বার তিনি সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের বিখ্যাত পুজোয় গিয়েছিলেন এবং সল্টলেকের ইজ্জেডসিসি প্রাঙ্গণে আয়োজিত পুজো মণ্ডপের উদ্বোধনও করেছিলেন। তবে এবারের সফরে সন্তোষ মিত্র স্কয়ারের কিংবা ইজ্জেডসিসিতে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা তাঁর তালিকায় রাখা হয়নি। ফলে রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আবহে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যস্ত পুজো সফরকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তীব্র কৌতুহল তৈরি হয়েছে। পুজো মণ্ডপ দর্শন ও বেলুড় মঠ সফরের মধ্য দিয়ে এই সফরকে নিছক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক হিসেবে তুলে ধরা হলেও প্রশাসনিক স্তরে নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হচ্ছে।



৫০০ বছরের রাজপরম্পরায় কোচবিহারের 'বড়দেবীর পুজো'।

নকশালবাড়ি রেলপথে বনকর্মীর উপস্থিতি বুদ্ধিতে বাঁচলো হাতির দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

বাগডোগরা: বনকর্মীর উপস্থিতি বুদ্ধি, অসীম সাহস এবং ট্রেনের চালকদের চূড়ান্ত তৎপরতায় শিলিগুড়ির নকশালবাড়ি সংলগ্ন রেলপথে এক নিশ্চিত বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল একটি হাতির দল। ১০ অক্টোবর শনিবার বিকেলে বাগডোগরা ও নকশালবাড়ির মাঝামাঝি রেলপথ পার হচ্ছিল হাতির পালটি। ঠিক সেই সময়ই দ্রুত গতিতে ওই একই লাইন ধরে এগিয়ে আসছিল সিকিম মহানন্দা এক্সপ্রেস। ট্রেনের সামনে হাতির পাল পড়ে যাওয়ায় মুহূর্তের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে সামান্য অসতর্কতাতেই

ঘটতে পারত বহু বুনা হাতির মর্মান্তিক প্রাণহানি।

ঘটনাস্থলে সে সময় কর্তব্যরত ছিলেন কার্শিয়াং বন বিভাগের কুইক রেসপন্স টিমের কর্মী আকাশ কেরকেট্টা। রেললাইনে হাতির পাল এবং দূর থেকে ধেয়ে আসা ট্রেন দেখে বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে তিনি উপস্থিতি বুদ্ধির পরিচয় দেন। ট্রেনটিকে থামানোর উদ্দেশ্যে নিজের কাছে থাকা লাল কাপড় তুলে ধরে ক্রমাগত নাড়াতে থাকেন এবং ট্রেনের চালকদের সতর্ক করার চেষ্টা করেন। বনকর্মীর সেই জরুরি সংকেত সময়মতো ট্রেনের চালকদের নজরে আসে। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে চালকেরা তৎক্ষণাৎ ট্রেনের গতি কমিয়ে তা পুরোপুরি

থামিয়ে দেন। ফলে ট্রেনের সামনে থাকা হাতির দলটি নির্বিঘ্নে রেললাইন পার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতে সক্ষম হয়।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বছর এই সময়ে হাতির দল নিজেদের প্রথাগত পথ ধরে কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে কার্শিয়াংয়ের ডিএফও-র নির্দেশে বনকর্মীদের বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রয়েছে। চরম বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে আকাশ কেরকেট্টার এমন তৎপরতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা ইতিমধ্যেই বন বিভাগ ও সাধারণ মানুষের ভূয়সী প্রশংসা কুড়িয়েছে।



পুজোর আবহে শিলিগুড়িতে পোস্টার-বিতর্ক

পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর



নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি: পুজোর আবহে শিলিগুড়িতে নতুন করে আমিষ-বিতর্ক। 'হিন্দুর দোকান থেকে মাংস কিনুন', 'বিরিয়ানি খান, কিন্তু হিন্দুর হোটেল থেকে'— এমন বার্তা লেখা পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে শহরে। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নামে লাগানো এই পোস্টার দেখা গিয়েছে পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষের বাড়ির সামনে, ভারতনগর এলাকা এবং একটি পুজোমণ্ডপের কাছেও।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মহালয়ার পরদিন অর্থাৎ গত ১১ অক্টোবর সকালে পোস্টারগুলি নজরে আসে বাসিন্দাদের। কোনও পোস্টারে হিন্দুদের দোকান থেকে মাংস কেনার আবেদন জানানো হয়েছে, আবার কোনওটিতে হিন্দুদের হোটেল থেকে বিরিয়ানি খাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পোস্টারগুলির নীচে হিন্দু জাগরণ মঞ্চের নাম রয়েছে।

সংগঠনের শিলিগুড়ির নেতা

অভিষেক দাস পোস্টার লাগানোর কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ করার পাশাপাশি নেশামুক্তির বার্তা দিতেও এই উদ্যোগ। তাঁর বক্তব্য, শুধু ভারতনগর নয়, শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপের সামনেও পোস্টার লাগানো

হয়েছে।

এই ঘটনায় রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা করেছেন বিরোধী নেতারা। শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও কেনাকাটার উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা হচ্ছে। তাঁর দাবি, এ ধরনের প্রচার সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে ক্ষতিকর। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখতে পুলিশের পদক্ষেপও দাবি করেছেন তিনি।

তুণমূল নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবও পোস্টার নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ধর্মনিরপেক্ষ দেশে পুজোর আগে এমন প্রচার দুর্ভাগ্যজনক। বিষয়টি খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ জানিয়েছেন, কে বা কারা ওই পোস্টার লাগিয়েছেন, সে বিষয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

অ্যাবলুমের মণ্ডপে মহানায়কের স্মৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালবাজার: মালবাজার শহরের ঐতিহ্যবাহী 'অ্যাবলুম ট্যালেস্টেড অর্গানাইজেশন' ক্লাবের ৩১তম বর্ষের দুর্গাপূজার মূল ভাবনা 'শতবর্ষে মহানায়ক উত্তমকুমার'। বাঙালির প্রিয় নায়কের জন্মশতবর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে গোটা মণ্ডপটি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে এক টুকরো ফিল্ম স্টুডিওর আদলে। স্থানীয় তরুণ সৌগত বড়ুয়ার পরিকল্পনায় এবং বিশ্বজিৎ রায় ও পরিতোষ পালের দক্ষতায় সাদা-কালো থেকে রঙিন যুগের স্মৃতি, ছবি ও পোস্টার মণ্ডপের প্রতিটি কোণে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।

মণ্ডপে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে ভেসে উঠবে তাঁর স্মরণীয় সিনেমার দৃশ্য ও বিখ্যাত সংলাপ। সঙ্গে বাজবে কালজয়ী সব গান, যা দর্শকদের 'হারানো সুর' বা 'সপ্তপদী'র যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। শিলিগুড়ির শিল্পী বিকাশ পালের তৈরি সাবেক প্রতিমা এখানে বিশেষ আকর্ষণ। নতুন প্রজন্মের উদ্দেশ্যেই এই উদ্যোগ।

হতাশ পর্যটক

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলদাপাড়া: ডুয়ার্সে জঙ্গল সাফারির অনলাইন ব্যবস্থা চালু হলেও সেতু বিপর্যয়ে জলদাপাড়ার কোদালবস্তিতে বন্ধ রয়েছে হাতি সাফারি।

সাফারি রুটের সেতু ভেঙে যাওয়ায় পরিষেবা বন্ধ। পাশাপাশি শালকুমার গেটেও অনলাইন সুবিধা মেলেনি। উৎসবের মরসুমে বেড়াতে এসে তাই পর্যটকরা রীতিমতো হতাশ।



জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি কোচবিহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল 'জাতীয় শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস ২০২৬'-এর জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দূশোর ও বেশি ছাত্রছাত্রী নিজেদের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রকল্প নিয়ে এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে।

পড়ুয়াদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলা, অনুসন্ধিৎসা বাড়ানো এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করা এই আয়োজনের

অন্যতম লক্ষ্য। বিজ্ঞানভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের ভাবনা ও সৃজনশীলতা তুলে ধরে।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা), ডিআই অফ স্কুলস, বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপা চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির। খুদে বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণে এই কর্মসূচি পড়ুয়াদের বিজ্ঞানচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন উদ্ভাবনী ভাবনার বিকাশে সহায়ক হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গোরুবোঝাই গাড়ি ঘিরে উত্তেজনা, ভাঙচুর



নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহর এলাকায় গোরুবোঝাই একটি চার চাকার গাড়িকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। গাড়িটিতে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার ১৩ অক্টোবর একটি চার চাকার গাড়িতে করে চার থেকে পাঁচটি গোরু নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। গাড়িটি দেখে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা সেটি আটকানোর চেষ্টা

করেন। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝতে পেরে গাড়িচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে জানা গিয়েছে।

এরপর ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী গাড়িটিতে ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশ গাড়িটি আটক করার পাশাপাশি গোরুগুলিকে উদ্ধার করে একটি খামারে পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

পলাতক গাড়িচালকের সন্ধান তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। গোরুগুলি কোথা থেকে আনা হচ্ছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই ঘটনার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

অজগর উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের সূটকাবাড়ি এলাকায় প্রায় ১০ ফুট লম্বা একটি বিশালাকার অজগর উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। ১২ অক্টোবর সোমবার সকালে রাস্তার ধারের একটি বাঁশঝাড়ে অজগরটিকে দেখতে পান স্থানীয় পথচারী ও বাসিন্দারা। খবর চাউর হতেই সাপটিকে এক নজর দেখতে এলাকায় মানুষের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান বন দপ্তরের কর্মীরা। তাঁরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বাঁশঝাড় থেকে অক্ষত অবস্থায় অজগরটিকে উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেন। বিশালাকার সাপটি নিরাপদে উদ্ধার হওয়ায় অবশেষে স্থিতির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সূটকাবাড়ির আতঙ্কিত বাসিন্দারা।

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী বড়দেবী মন্দিরে অনুষ্ঠিত হল দেবীর 'দেও দেখা' অনুষ্ঠান। গত ১২ অক্টোবর শারদীয়া পূজোর শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে মহাসমারোহে প্রাচীন রাজ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় রীতিকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, সদর মহকুমাশাসক-সহ প্রশাসনের বিশিষ্ট আধিকারিক এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

কোচবিহারের রাজ আমলের ইতিহাস, ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে



রয়েছে বড়দেবী মন্দিরের এই বিশেষ রীতি। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য

মেনে 'দেও দেখা' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অভিনব প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উৎসবের মুখে বঞ্চনার অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল কোচবিহার শহরের নরেন্দ্র নারায়ণ পার্ক।

দীর্ঘদিন সাফাই কর্মী হিসেবে কাজ করা সত্ত্বেও পুজোর বোনাস না পাওয়ার অভিযোগে ১০ অক্টোবর শনিবার সকালে পার্কের মূল ফটকে নোংরা-আবর্জনা ফেলে গेट বন্ধ করে অভিনব প্রতিবাদ জানালেন বাপা হরিজন নামের এক কর্মী। এর জেরে পার্কে ঘুরতে আসা পর্যটকেরা চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন এবং পার্কের প্রবেশপথ কিছুক্ষণের জন্য অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রতিবাদ দেখানো কর্মীর অভিযোগ, তাঁর মা দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর ধরে ওই পার্কে নিষ্ঠার সঙ্গে সাফাই কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি নিজেও সেখানে সাফাইয়ের কাজ সামলাচ্ছেন। কিন্তু বছরের পর বছর পার হলেও তাঁর বেতন বাড়ানো হয়নি। উপরন্তু প্রতি বছর পুজোর আগে বোনাসের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে তা কখনই মেলেনি। চলতি বছরেও বোনাস না পেয়ে পার্ক কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাইলে কোনও সদুত্তর মেলেনি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি।

দীর্ঘ পরিষেবা দিয়েও একজন সাফাই কর্মী কেন বোনাস থেকে বঞ্চিত হবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

এনবিএসটিসির মহালয়া ট্যুর বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: একটিও টিকিট বিক্রি না হওয়ায় মহালয়ার বিশেষ প্যাকেজ ট্যুর বাতিল করতে বাধ্য হল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম বা এনবিএসটিসি। উৎসবের মরসুমে পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে ১০ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত কোচবিহার থেকে রাজাভাতাওয়া, জয়ন্তী ও চিলাপাতা রুটে বিশেষ বাস চালানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। গানবাজনা ও খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত সহ টিকিট মূল্য ধার্য করা হয়েছিল

৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা। কিন্তু শুক্রবার তথা ৯ অক্টোবর শেষ দিন পর্যন্ত মহালয়ার ট্যুরের একটি টিকিটও বুকিং হয়নি। বাকি দিনগুলির জন্যও মাত্র কয়েকটি টিকিট বিক্রি হয়েছে।

কোচবিহার ডিপো ইনচার্জ প্রীতম দে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। নিগমের এমডি অশ্বিনীকুমার রায় চেষ্টা সত্ত্বেও টিকিট বিক্রি না হওয়ার কথা স্বীকার করেন। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞদের মতে, যথাযথ প্রচারের অভাব এবং বুকিং প্রক্রিয়ার জটিলতাই এমন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ মুখ খুবড়ে পড়ার মূল কারণ।

রবীন্দ্রনগরের থিম বৃদ্ধাশ্রম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার শহরের রবীন্দ্রনগর সেবা সংঘের দুর্গোৎসব এবার ৬১তম বর্ষে পা দিল। এই পুজোয় তাদের এবারের থিম বৃদ্ধাশ্রম। প্রবীণ মানুষদের নিঃসঙ্গতা ও পরিবারে তাঁদের গুরুত্ব বোঝাতে সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছে পুজো কমিটি।

প্রায় ৭ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা বাজেটের এই পুজোয় মগুপ প্রাঙ্গণে



বিভিন্ন দৃশ্য তৈরি করা হচ্ছে। থিমটির রূপায়ণ করছেন শিল্পী পরিমল রায় এবং প্রতিমা গড়ছেন বাদল পাল। পঞ্চমীর দিন এই পুজোর উদ্বোধন হয়।

১৫ বছর পর পাটছড়ায় রাস্তার কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: দীর্ঘ ১৫ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে ১০ অক্টোবর কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাটছড়া এলাকায় শুরু হল ৪৩০ মিটার পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণের কাজ। ভিবিজি রাম জি প্রকল্পের অধীনে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা হবে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকার বাসিন্দারা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা কোচবিহার



দক্ষিণের বিধায়কের প্রতিনিধি বিরাজ বসু, অমিতাভ পাল-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ বছর ধরে রাস্তাটির নির্মাণের অপেক্ষায়

ছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, পূর্ববর্তী তৃণমূল সরকারের আমলে একাধিকবার রাস্তা নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও বাস্তবে কাজ হয়নি। বিজেপির পক্ষ থেকে নির্বাচনের আগে রাস্তা নির্মাণের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, সেই

অনুযায়ী কাজ শুরু হওয়ায় কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁরা।

এদিন এক স্থানীয় বাসিন্দা পূর্ববর্তী

গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েত। সম্প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতে জরুরি বৈঠক চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে বচসা থেকে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনায় বিজেপি নেতা মুকুল বর্মণ আহত হয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধান ও উপপ্রধান না থাকায় মাতালহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্মে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে ঐদিন গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে জরুরি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিতাই বিধানসভার চার নম্বর মণ্ডলের সভাপতি শঙ্কু সরকার-সহ এলাকার বিজেপির বিভিন্ন পদাধিকারীরা।

অভিযোগ, বৈঠক শেষ হওয়ার পর বিজেপি নেতা মুকুল বর্মণ তাঁর কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে সেখানে পৌঁছন। এরপর শঙ্কু সরকার-সহ উপস্থিত বিজেপি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। অভিযোগ, একপর্যায়ে গালিগালাজ ও হাতহাতির ঘটনা ঘটে। পরে পরিস্থিতি সংঘর্ষের রূপ নিলে মুকুল বর্মণ আহত হন।

অন্যদিকে, মুকুল বর্মণের দাবি, তিনি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি কাজের জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় শঙ্কু সরকার ও তাঁর অনুগামীরা তাঁর উপর হামলা চালান। যদিও মুকুলের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শঙ্কু সরকার।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে শঙ্কু সরকার-সহ বিজেপির কয়েকজন নেতা দিনহাটা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে যান।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রশাসনিক অচলাবস্থা কাটাতে ডাকা জরুরি বৈঠককে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত, তা নিয়ে পরস্পরবিরোধী দাবি সামনে এসেছে।

সরকারের আমলে উন্নয়নের কাজ না হওয়া এবং কাটমানি চলার অভিযোগ তোলেন। পাশাপাশি, তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের বিরুদ্ধে বিরোধীদের দমন করতে বাহিনী ব্যবহারের অভিযোগও করেন তিনি। যদিও এই অভিযোগগুলির স্বতন্ত্র সত্যতা যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

দীর্ঘদিনের দাবি পূরণের পথে রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় পাটছড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে আশার সঞ্চার হয়েছে। দ্রুত কাজ শেষ হলে এলাকার মানুষের যাতায়াত আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ২১, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৬ অক্টোবর- ২৯ অক্টোবর, ২০২৬

সম্পাদকের কলমে...

অধিকারের লড়াই ও উৎসবের আলো

নতুন প্রজন্মের হাত ধরে সমাজ বদলের হাওয়া বইছে দেশজুড়ে। যাদের আমরা জেন জি বা নতুন প্রজন্ম বলি, তারা যেন প্রথাগত ধ্যানধারণার খোলস ভেঙে নতুন এক বাস্তবতার জন্ম দিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কিবোর্ডে আটকে না থেকে রাজপথের উজ্জাপকে নিজের ভাষা বানিয়েছে এই তরুণ প্রজন্ম। রাজনীতি, সামাজিক বৈষম্য, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা কিংবা নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে তাদের স্পষ্ট ও আপসহীন বক্তব্য পুরো রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। এই আন্দোলন প্রমাণ করেছে যে, যুবসমাজ উদাসীন নয়, বরং নিজেদের অধিকার ও ন্যায়ের দাবিতে তারা নির্ভীক ও ঐক্যবদ্ধ। পুরোনো ব্যবস্থার অচলাবস্থা ভেঙে সমতা ও সংস্কারের যে বীজ তারা বপন করেছে, তা ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হয়ে উঠছে। প্রচলিত ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং তথাকথিত প্রথাগত রাজনীতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তরুণরা প্রমাণ করেছে যে যুক্তির ভিত্তি মজবুত হলে পরিবর্তন অনিবার্য।

তবে পরিবর্তনের এই কঠিন লড়াই ও উদ্বেগের আবহের মধ্যেও জীবন তার স্বাভাবিক ছন্দে এগিয়ে চলে। প্রকৃতি ও ক্যালেন্ডারের পাতায় এখন উৎসবের আবহ। বর্ষার মেঘ কেটে শরতের নীল আকাশ আর শিউলির সুবাস মনে করিয়ে দিচ্ছে মিলনের কথা। লড়াই কিংবা প্রতিবাদ যাই থাকুক না কেন, উৎসবের আলো মানুষের মন থেকে সব তিক্ততা ধুয়ে দেয়। আনন্দ উদযাপনের এই দিনগুলো আমাদের নতুন করে বাঁচার প্রেরণা জোগায়, মানুষকে মানুষের কাছাকাছি এনে দাঁড় করায়। কঠিন দিনগুলোর ক্লান্তি মুছে ফেলে উৎসব আমাদের শেখায় সম্মিলিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে। ঢাকের বাদ্য আর আলোকময় পরিবেশ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে প্রতিটি প্রতিবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য আসলে মানবকল্যাণ ও শান্তির প্রতিষ্ঠা।

নতুন প্রজন্মের চেতনার গভীরতা যেমন সত্য, তেমনি সত্য উৎসবের রঙিন দিনে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন। সমাজ পরিবর্তনের এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আনন্দ ও দায়িত্ববোধ হাত ধরাধরি করে চলুক। উৎসবের রঙে মেতে ওঠার সঙ্গে প্রতিবাদের ইতিবাচক চেতনাটিও যেন আমাদের আচরণে বেঁচে থাকে। নতুন ভোরের প্রত্যাশায় এবং সব ভেদাভেদ ভুলে এক হওয়ার অঙ্গীকারে উৎসবের এই পুণ্যলগ্নে ছোট-বড় সবার জন্য থেকে যাক শুভেচ্ছা বার্তা।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন দত্ত

কার্যকরী সম্পাদক: দেবশীষ চন্দ্রবর্তী

সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার,

দুর্গাশ্রী মিশ্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স: ভজন সুপ্রধর,

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, সমরেশ বসাক

বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

পুজোর মুখেও উচ্ছেদের আতঙ্কে রাজাভাতখাওয়ার ১৮টি গ্রামের মানুষ, সাত দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভ। রাজ্যের প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়ার মানুষের জোরালো আওয়াজ:

‘জঙ্গল আমাদের ঘর, বন আমাদের জীবন।’

অরুণ কুমার

অতন্দ্র প্রহরীর চেনা অচেনা-৬

পুজোর আনন্দ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন বস্ত্রার জঙ্গলঘেরা ১৮টি গ্রামের মানুষের মনে উৎসবের বদলে উচ্ছেদের আতঙ্ক। সাত দিন ধরে অবস্থান বিক্ষোভে তাঁদের প্রশ্ন—প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের দায় কি নিজেদের বাসভূমিতে মানুষের অধিকার ও জীবিকার অনিশ্চয়তার বিনিময়েই মেটাতে হবে?

আলিপুরদুয়ার জেলার সান্তালবাড়ি, লেপচাখা, জয়ন্তী-সহ বস্ত্রা টাইগার রিজার্ভের ১৮টি গ্রামসভার সম্মিলিত উদ্যোগে রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্টে টানা সাত দিন ধরে চলছে অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্না। আন্দোলনকারীদের দাবি, রাজাভাতখাওয়া চেকপোস্ট তুলে দিতে হবে, বনাধিকার আইন, ২০০৬ যথাযথভাবে কার্যকর করতে হবে এবং গ্রামসভাগুলির সম্মিলিত সিদ্ধান্ত ও আইনসম্মত অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

কিন্তু এই আন্দোলনকে কেবল একটি চেকপোস্ট তুলে দেওয়ার দাবি হিসেবে দেখলে সমস্যার গভীরতা বোঝা যাবে না। এর কেন্দ্রে রয়েছে মানুষের বসবাসের অধিকার, মর্যাদা, জীবিকা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগ। বন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও বনবাসী মানুষের প্রশ্ন—সংরক্ষণের সমস্ত মূল্য কি তাঁদেরই দিতে হবে?

নিজের ঘরে থেকে পরবাসী?

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বন দপ্তরের বিভিন্ন বিধিনিষেধের কারণে দৈনন্দিন জীবন ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে। নিজের বাড়ির ভাঙা অংশ মেরামতের জন্য সিমেন্ট, রড কিংবা টিন নিয়ে যেতে সমস্যা হচ্ছে। বাড়ির সামনের রাস্তা মেরামত করতেও বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ। আত্মীয়স্বজন বেড়াতে এলে চেকপোস্টে নানা বিধিনিষেধের মুখোমুখি হতে হয় বলেও দাবি আন্দোলনকারীদের।

প্রশ্ন উঠছে, একটি পরিবার কি তার বাড়ি মেরামত করার ন্যূনতম সুযোগ পাবে না? বর্ষীয় ঘরের চাল ফুটো হয়ে জল পড়লে, বাড়ির কোনও অংশ ভেঙে গেলে কিংবা পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে কীভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবেন তাঁরা? আত্মীয়স্বজনের যাতায়াত থেকে শুরু করে বাড়ির প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যাওয়া—প্রতিটি ক্ষেত্রেই যদি অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, তাহলে সেই বসবাসের অধিকার বাস্তবে কতটা অর্থবহ থাকে?

অবশ্যই বনাঞ্চলে মানুষের যাতায়াত, নির্মাণকাজ এবং পর্যটন নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত বিধি ও নিরাপত্তার প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু সেই নিয়ন্ত্রণ কতটা প্রয়োজনীয়, তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী এবং স্থানীয় মানুষের ন্যায্য প্রয়োজনের সঙ্গে তার সমন্বয় কীভাবে করা হচ্ছে—সেসব প্রশ্নের স্বচ্ছ উত্তরও জরুরি।

পর্যটন বন্ধ হলে বিপন্ন বহু সংসার

বস্ত্রার পর্যটনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে বহু মানুষের জীবিকা। হোমস্টে মালিক, গাড়িচালক, পর্যটন গাইড, ছোট দোকানদার এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত বহু পরিবারের আয়ের উৎস এই পর্যটন ব্যবস্থা।

বর্ষার পরে পর্যটনের স্বাভাবিক ছন্দ ফেরার আশায় ছিলেন তাঁরা। কিন্তু বিধিনিষেধ ও পর্যটনকেন্দ্রগুলির কার্যক্রম নিয়ে অনিশ্চয়তা তাঁদের উদ্বেগ বাড়িয়েছে বলে বক্তব্য। তাঁদের আশঙ্কা, পর্যটনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর হলে আয়ের পথ সংকুচিত হবে। তার প্রভাব পড়বে সন্তানদের পড়াশোনা, পরিবারের চিকিৎসা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচের উপর।

গত ২ অক্টোবর বস্ত্রায় বাঘ পুনঃপ্রবর্তনের কর্মসূচির পর পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের। বাঘ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে তাঁদের আপত্তি নেই বলেই বক্তব্য। কিন্তু বাঘের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশপাশি স্থানীয় মানুষের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্বও প্রশাসনের।

পর্যটন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হলে তার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কী? কত দিনের জন্য বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে? ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা কী? পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রামসভাগুলির সঙ্গে আলোচনা হয়েছে



কি? এই প্রশ্নগুলির উত্তর ছাড়া মানুষের উদ্বেগ দূর করা কঠিন।

বনাধিকার আইন কার্যকর করার দাবি

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট এলাকার কয়েকটি বসতি ফরেস্ট ভিলেজ থেকে রেভিনিউ ভিলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে তাঁদের দাবি, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক নথি ও আইনি বিধানের ভিত্তিতে বন দপ্তরের নিয়ন্ত্রণের পরিধি নির্ধারণ করতে হবে এবং গ্রামসভাগুলির আইনসম্মত অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

বনাধিকার আইন, ২০০৬ বনবাসী তফসিলি জনজাতি এবং অন্যান্য প্রথাগত বনবাসীদের নির্দিষ্ট শর্তে বনসম্পর্কিত অধিকার স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেছে। এই আইনের প্রয়োগে যোগ্যতা, প্রমাণ, স্বীকৃত অধিকার এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও গ্রাম বা বসতির ক্ষেত্রে কী অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, কোন প্রক্রিয়া এখনও বাকি এবং কোন বিধিনিষেধ কোন আইনি ভিত্তিতে আরোপ করা হয়েছে, তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।

গ্রামসভার ভূমিকা এবং বনবাসী মানুষের অধিকারের প্রশ্নকে পাশ কাটিয়ে স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। একই সঙ্গে বাঘ সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পরিবেশগত বিধানও মানতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত তৈরি হলে তার নিষ্পত্তি হতে হবে আইন, বিজ্ঞান, স্বচ্ছতা এবং আলোচনার ভিত্তিতে।

বাঘ ফিরল, কিন্তু মানুষের প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

বস্ত্রায় বাঘের সংখ্যা হ্রাস এবং নতুন করে বাঘ পুনঃপ্রবর্তনের কর্মসূচি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। তাঁদের দাবি, ১৯৮৩ সালে এই অঞ্চলে ৩৩টি বাঘ ছিল, পরে বাঘের সংখ্যা শূন্যে নেমে আসে। এই দাবির সত্যতা, বাঘের সংখ্যা নির্ধারণের পদ্ধতি এবং ঐতিহাসিকভাবে বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ নির্ভরযোগ্য নথি ও বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করা প্রয়োজন।

বাঘের সংখ্যা কমে যাওয়ার পেছনে আবাসস্থলের পরিবর্তন, শিকার, খাদ্যপ্রাণীর প্রাপ্যতা, মানবিক চাপ কিংবা অন্য কোনও কারণ কতটা দায়ী ছিল, তা গবেষণা ও সরকারি নথির ভিত্তিতেই নির্ধারণ করা উচিত। একইভাবে, নতুন করে বাঘ ছাড়ার কর্মসূচির উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশাসনের তরফে তথ্য প্রকাশ করা দরকার।

বাঘ পরিবহণের ক্ষেত্রে রিলায়েন্সের গাড়ি ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছেন আন্দোলনকারীরা। অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করে কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয়। তবে কোন সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল, কেন তা বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের প্রশাসনিক ভিত্তি কী—এই প্রশ্নগুলির স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দেওয়া হলে জনমনে তৈরি হওয়া সন্দেহ দূর হতে পারে।

আন্দোলনকারীদের আশঙ্কা, বাঘ সংরক্ষণের কর্মসূচিকে সামনে রেখে তাঁদের উপর আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপানো হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে তাঁদের বসতি থেকে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। বনাঞ্চলকে কর্পোরেট স্বার্থে ব্যবহারের সম্ভাবনা নিয়েও তাঁরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। এই আশঙ্কার পক্ষে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সামনে না এলে একে প্রতিষ্ঠিত সত্য বলা যায় না। কিন্তু মানুষের মনে এমন অবিশ্বাস কেন তৈরি হচ্ছে, কোন সিদ্ধান্ত সেই উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং প্রশাসন কীভাবে তার নিরসন করবে, সেসব প্রশ্নের উত্তরও প্রয়োজন।

বন বাঁচুক, বনবাসীও মর্যাদা নিয়ে বাঁচুন

বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আজকের পৃথিবীতে অত্যন্ত



গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তন, জীববৈচিত্র্যের ক্ষয় এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংকুচিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে বস্ত্রার মতো বনাঞ্চল রক্ষা করা শুধু প্রশাসনের কাজ নয়, বৃহত্তর পরিবেশগত দায়িত্বের অংশ। কিন্তু সংরক্ষণের অর্থ কি কেবল বনভূমি ও বন্যপ্রাণীর সুরক্ষা, নাকি সেই পরিবেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িয়ে থাকা মানুষের জীবন ও অধিকার রক্ষাও তার অংশ?

বনবাসী মানুষকে জঙ্গলের বাইরের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও জীবনযাত্রাকে উপেক্ষা করলে সংরক্ষণের লক্ষ্যই দুর্বল হতে পারে। অন্যদিকে, মানুষের প্রয়োজনের অজুহাতে বন ধ্বংস কিংবা বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিপন্ন করাও কোনও সমাধান নয়। প্রয়োজন এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে পরিবেশগত বিধি মানা হবে, বন্যপ্রাণীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে, বনাধিকার আইন যথাযথভাবে কার্যকর হবে এবং স্থানীয় মানুষের জীবন-জীবিকার ন্যায্য সুযোগ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

এজন্য বন দপ্তর, জেলা প্রশাসন, গ্রামসভা এবং পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের মধ্যে নিয়মিত আলোচনার দরকার। চেকপোস্টের বিধিনিষেধ, বাসিন্দাদের যাতায়াত, বাড়িঘর মেরামত, পর্যটন পরিচালনা এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নিয়মাবলি সহজ ভাষায় প্রকাশ করা উচিত। কোথায় কী অনুমতি প্রয়োজন, কোন কাজ নিষিদ্ধ এবং কোন ক্ষেত্রে বিশেষ অনুমতি পাওয়া সম্ভব—তার স্পষ্ট নির্দেশিকা থাকলে অথবা হয়রানি ও ভুল বোঝাবুঝি কমতে পারে।

পুজোর আগে চাই আশ্বাস, আতঙ্ক নয়

পুজোর আনন্দ সবার। সেই আনন্দের বাইরে থেকে যাবে কেন রাজাভাতখাওয়ার ১৮টি গ্রামের মানুষ? অন্যরা যখন উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তখন তাঁদের মনে যদি নিজের বাসভূমি হারানোর আশঙ্কা কাজ করে, তবে সেই উদ্বেগ দূর করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের।

প্রথমত, আইনসম্মত প্রক্রিয়া ছাড়া কোনও উচ্ছেদের আশঙ্কা যাতে তৈরি না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনের স্পষ্ট বক্তব্য প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, গ্রামসভাগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসে তাঁদের দাবি পর্যালোচনা করতে হবে। তৃতীয়ত, পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত মানুষের জীবিকা রক্ষায় বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ এবং বিধিনিষেধের স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিতে হবে। চতুর্থত, বনাধিকার আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির অধিকার ও প্রশাসনিক অবস্থান পর্যালোচনা করে তার ফলাফল প্রকাশ করা দরকার।

রাজাভাতখাওয়ার আন্দোলন তাই কেবল ১৮টি গ্রামের দাবি নয়; এটি বন সংরক্ষণের নীতি, স্থানীয় মানুষের অধিকার এবং প্রশাসনিক জবাবদিহির বৃহত্তর প্রশ্ন সামনে নিয়ে এসেছে।

জঙ্গল বাঁচতে হবে, বাঘ বাঁচতে হবে—কিন্তু সেই জঙ্গলের সঙ্গে জীবন জড়িয়ে থাকা মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে নয়। বনবাসী মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে, তাঁদের জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণনীতি কার্যকর করেই বস্ত্রার ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সম্ভব।

পুজোর আগে রাজাভাতখাওয়ার মানুষ কোনও বিশেষ অনুগ্রহ চাইছেন না। তাঁরা চাইছেন তাঁদের বক্তব্য শোনা হোক, আইনসম্মত অধিকার স্বীকৃতি পাক এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা দূর হোক।

জঙ্গল তাঁদের ঘর, বন তাঁদের জীবন। সেই ঘরে বেঁচে থাকার অধিকার নিয়ে তাঁদের প্রতিদিন নতুন করে প্রশ্নের মুখে দাঁড়াতে হবে কেন?

এক যুগ পেরোল উত্তালের অন্তরঙ্গ নাট্যের অনুষ্ঠান

শিল্পগুড়ি: শিল্পীর মৃত্যুতে তাঁকে মনে রাখতে শিল্পচর্চাই শ্রেষ্ঠ উপায়। এই ভাবনা থেকে ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর মহালয়ায় শিল্পগুড়িতে উত্তাল আয়োজন করে চলেছে ‘প্রদীপ লাহিড়ী স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্য উৎসব’। উত্তালের সভাপতি ও উত্তরের বিশিষ্ট অভিনেতা এবং অন্যতম নাট্য সংগঠক প্রদীপ লাহিড়ীর অকালপ্রয়াণে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে উত্তাল এই আয়োজন শুরু করেছিল। দেখতে দেখতে সেই আয়োজন বারো বছর পূর্ণ করলো।

এই সময়কালে শিল্পগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহর এবং কলকাতা থেকেও নাটকের দল এই উৎসবে शामिल হয়েছে। নাট্যের পাশাপাশি সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, মুকাভিনয় এবং আয়োজিত হয়েছে অন্তরঙ্গ নাট্য নিয়ে সেমিনার, আড্ডা। মঞ্চ নাটকের পাশাপাশি উত্তালের এই অন্তরঙ্গ নাট্যের উদ্যোগও যথারীতি ইতিমধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। মহালয়ার সন্ধ্যায় এখন

শহরের নাট্যমোদী দর্শকের অন্যতম ‘ডেস্টিনেশন’ এই নাট্যোৎসব। মহালয়ার সন্ধ্যায় শহরে বিভিন্ন বড় বড় আয়োজনের মাঝেও এবারেও স্থান সঙ্কলন না হওয়ায় অনেকে দাঁড়িয়েই দেখলেন। বিপুল

সাতটি নাটক পরিবেশিত হয় এদিনের নাট্য সন্ধ্যায়।

‘উত্তাল’, ‘সৃষ্টি মাইম থিয়েটার’, ‘দ্বিতীয় মঞ্চ’, ‘ইংগিত’ ছাড়াও ‘বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়’ এবছর এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। পরিবেশিত হয় ‘সুটকেস’, ‘গিরগিটি’, ‘ছাড়পত্র’, ‘মহেশ’, ‘পুতুল নাচের পালা’, ‘অবলম্বন’ এবং ‘উদ্দালক’ নাট্য।

এইসঙ্গে সঙ্গীত-নৃত্য-আবৃত্তির অনুষ্ঠানে ছিলেন কুন্তল ঘোষ, মৈত্রেয়ী বিশ্বাস, রূপা দাস মিত্র এবং পারমিতা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে এবারের ‘অমল চক্রবর্তী স্মারক সম্মান’ পেলেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী শ্রী রতন নন্দী এবং শ্রী বিমান দাশগুপ্ত।

এছাড়াও পঞ্চগশ বর্ষ উপলক্ষে এই সন্ধ্যায় উত্তালের পঞ্চগশের বিশেষ প্রতীকের (লোগো) আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হয়। সবমিলিয়ে জমজমাট সাংস্কৃতিক-সন্ধ্যার রেশ নিয়ে বাড়ি ফেরা।



পরিমাণ দর্শকের উপস্থিতিতে গত ১০ অক্টোবর মহালয়ার সন্ধ্যায় শিল্পগুড়ির কর্মচারি ভবনে হয়ে গেল দ্বাদশ বর্ষ প্রদীপ লাহিড়ী স্মারক অন্তরঙ্গ নাট্যের অনুষ্ঠান। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দলের মোট

কবিতা

অদেখা পূজো নিলাদ্রী বসাক



কাশফুলের দোলা আর ঢাকের আওয়াজ জানান দিচ্ছে পূজোর দিন উপস্থিত। চারপাশে আলোর বলকানি, মগুপে উৎসবের আয়োজন, অথচ এই দূরের শহরে বসে থাকা চোখ দুটো কেবল শূন্যতা মেপে চলেছে। জীবিকার কঠিন শর্তে আটকে গিয়েছে ফেরার সব পথ, ছুটি আর ট্রেনের নিশ্চিত টিকিটের মাঝে হারিয়ে গিয়েছে ঘরের ঠিকানা। এখানে ঘড়ির কাঁটা আর ফাইলের পাহাড়ের আড়ালে উৎসব কেবল ক্যালেন্ডারের একটা সাধারণ লাল দাগ। ওদিকে দেশের বাড়ির ফাঁকা বারান্দায় বসে আছে একজন মায়ের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। দূর থেকে ভেসে আসা বাসের শব্দও কেঁপে ওঠে বুক, হয়তো এই বুঝি ওরা ব্যাগ কাঁধে এসে ডাকবে। বন্ধ ঘরে স্ক্রিনের উজ্জ্বল আলোয় কিছুক্ষণ চোখাচোখি, মা আড়াল করেন চোখের জল, ছেলে লুকিয়ে ফেলে বুকের দীর্ঘশ্বাস। সবাই যখন মাটির প্রতিমার সামনে অঞ্জলি দেয়, তখন বহু দূরের সন্তান আর অজপাড়াগায়ে বসে থাকা মা নিজেদের নিঃসঙ্গতা দিয়ে সাজিয়ে তোলে এক অদেখা পূজো।

গল্প

দুর্গাষ্টমী

অনীশ দাম



প্রতিমার আশেপাশেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল মেয়েটা। সাত-আট বছর বয়স হবে। ভারী মিষ্টি দেখতে, চোখ দুটো টানা টানা, লাল টকটকে একটা শাড়ি পরেছে। বহু বছর ধরে চৌধুরী বাড়ির দুর্গাপূজোয় আসছি, কিন্তু আগে কোনোদিন দেখিনি মেয়েটাকে। কাছে গিয়ে

জিজ্ঞেস করলাম, “কোথায় থাকো তুমি?” মেয়েটা আমার দিকে কিছুক্ষণ জ্র কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, “আমি তো এখানেই থাকি।” বলে দৌড়ে কোথায় যেন চলে গেল। আমিও পূজোর জোগাড় যন্তে মন দিলাম।

সম্পর্ক। ৯০ বছর ধরে এখানে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। প্রতি বছর সপ্তমী আর অষ্টমীতে আমি এখানে আসি। এরকম বনেদি বাড়ির পূজোয় একটা আলাদাই মাহাত্ম্য আছে। আর সবচেয়ে আনন্দের যেই জিনিসটা সেটা হল, আমাদের যত আত্মীয়স্বজন আছে সবাই এই দুটো দিন চৌধুরী বাড়িতে একত্রিত হই। অস্ট্রেলিয়া, লন্ডন, কানাডা থেকে শুরু করে পুনে, ব্যাঙ্গালোর, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মামা, মাসি, কাকা, জ্যাঠা, ভাইবোনেরা সবাই একত্রিত হই এই দুটো দিন। বছরের সবচেয়ে আনন্দের দুটো দিন। অষ্টমীর দিন ভোগের খিচুড়ি, তরকারি, মিষ্টি, বিভিন্ন রকম ভাজা সবাই কজি ডুবিয়ে খাই। তারপর সন্ধ্যায় বসে আড্ডার আসর। এক বছরের জমে থাকা সব গল্প একেবারে উপচে পড়ে। আর প্রতিবছর আজ অর্থাৎ অষ্টমীর দিন দুপুরবেলা সব আত্মীয়স্বজন মিলে একটা গ্রুপ ফটো তোলা হয়। আর সেটা বাঁধিয়ে সাল তারিখ সহ টাঙিয়ে রাখা হয় দেয়ালে। এই ব্যাপারটা চালু হয়েছে ৩০ বছর আগে থেকে।

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ পাঞ্জাবীতে একটা টান পড়ল। তাকিয়ে দেখি সেই মেয়েটা। আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেমন যেন কাঁদো কাঁদো মুখে। আমি একটু নীচে ঝুঁকে ওর গাল দুটো টিপে দিয়ে বললাম, “কি ব্যাপার, কাঁদছো কেন? বাবা-মা বকেছে বুঝি?”

মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে বলল, “তোমরা দয়া করে এবার বড় দালানের সামনে ছবি তুলো না! প্লিজ।”

আমি শুনে একটু অবাকই হলাম। বড় দালান হল যেখানে এখন পূজা হয় তার ঠিক পিছন দিকে। আগে ওখানেই পূজো হত, কিন্তু জায়গাটা অনেক পুরোনো হয়ে গেছে বলে গত ৫ বছর থেকে এই ছোট দালানটাতাই পূজো হয়। কিন্তু ছবি তোলা হয় সেই বড় দালানটাতাই। কারণ ৩০ বছর ধরে সেটাই

হয়ে আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “কেন? আমরা তো বরাবর ওখানেই ছবি তুলে আসছি। হঠাৎ করে জায়গা পরিবর্তন করব কেন?” – “নাগো। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, এমন কাজটি করো না।” বলে মেয়েটা আমার পাঞ্জাবি ধরে রীতিমতো টানটানি শুরু করে দিল। মেয়েটার কথায় কিছু একটা ব্যাপার ছিল, তাই আমি না করতে পারলাম না। ঠিক হল, এবার ছোট দালানে মায়ের প্রতিমার সামনেই ছবি তোলা হবে। খাওয়া দাওয়ার পর সবাই পোজ নিয়ে দাঁড়িলাম। বয়স্করা চেয়ারে বসে, আর অপেক্ষাকৃত ছোটরা কেউ পিছনে দাঁড়িয়ে, কেউ নীচে বসে। ফটোগ্রাফার সব ছবি তুলতে যাবেন, এমন সময় ভীষণ জোরে কিছু একটা পড়ার শব্দ ভেসে এল। মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠল তার ভায়ে। আওয়াজটা এসেছে বড় দালান থেকে। আমরা দৌড়ে গিয়ে দেখলাম দালানটার ছাদটা পুরো ধ্বংসে পড়ে গিয়েছে। আমরা যদি ওখানে ছবি তুলতে যেতাম তাহলে যে আমাদের সাথে কি হত সেটা কল্পনা করতেও সাহস হল না। সবার চোখে মুখে



আতঙ্কের ছাপ। আমি বড় জেঁঠুকে বললাম, “ভাগ্যিস বাচ্চা মেয়েটার ওই অদ্ভুত বায়নাটা রেখেছিলাম।”

জেঁঠু অবাক হয়ে বললেন, “কোন বাচ্চা মেয়ে রে? এখানে তো কারও বাচ্চা নেই।”

– “কি!” আমি চমকে উঠলাম। পূজামগুপের সামনে গিয়েও মেয়েটাকে দেখতে পেলাম না। সারা চৌধুরী বাড়িতেও তার কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না। ঢাকিদের জিজ্ঞেস করতও তারা এক বাক্যে বলল যে কোনো বাচ্চা মেয়েকে তারা দেখেই নি।

সন্ধ্যায় আড্ডার আসরে নিজের ফোনে তোলা মা দুর্গার মুখটা জুম করে দেখছিলাম। হঠাৎমায়ের চোখ দুটোতে নজর পড়তেই চমকে উঠলাম। ওই বাচ্চা মেয়েটার চোখগুলোর সাথে মায়ের চোখের কি অদ্ভুত মিল না? নাহ! একটু বেশিই ভাবছি, হয়তো আমারই মনের ভুল। তবে কেন জানিনা মনের মধ্যে বারবার সকালবেলার একটা ঘটনা ঘুরপাক খেতে লাগলো। মেয়েটাকে সে কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করায় সে বলেছিল, “আমি তো এখানেই থাকি....”

ভূতনির বানভাসিদের পাশে মুখ্যমন্ত্রী, মিলল আর্থিক সাহায্য

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: গত সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় কেশরপুর রিং বাঁধ ভেঙে গঙ্গার জলে প্লাবিত হয়েছিল মালদহের মানিকচক ব্লকের ভূতনি এলাকার তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েত। টানা প্রায় পঞ্চকাল জলবন্দি অবস্থায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ঘরবাড়ি হারিয়ে, ফসলের জমি তলিয়ে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিল বহু পরিবার। পুজোর মুখে সেই বানভাসি ও নদীভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে মানিকচকের ভূতনিতে পৌঁছলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ৮ অক্টোবর বৃহস্পতিবার মথুরাপুরে আয়োজিত একটি প্রশাসনিক সভা থেকে প্রায় ২৫ হাজার বন্যা ও ভাঙন-দুর্গত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দেন তিনি। দুর্গতদের পুনর্বাসনের জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মোট ২৪২ কোটি টাকার এক বিশেষ ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে।



প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি আর্থিক সুরাহা দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এমন পরিবারগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি পাঠানো হচ্ছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করে। পাশাপাশি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা পড়ছে ৯০ হাজার টাকা করে। ক্ষতিপূরণের অর্থ পেতে যাতে দুর্গত

সাধারণ মানুষকে কোনো সরকারি দপ্তর বা মধ্যস্থতাকারীদের দরজায় চক্কর কাটতে না হয়, তার জন্য সরাসরি ব্যাংক হস্তান্তরের মাধ্যমেই বৃহস্পতিবার ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই অর্থ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির হাতে খাবার ও মশারি তুলে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের আবহে বানভাসি প্রায় ৫ হাজার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের



হাতে নতুন জামাকাপড়ও তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রশাসনিক বৈঠকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী সহ কেন্দ্র ও রাজ্যের সমস্ত সংস্থার যৌথ ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, ভাঙন সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কানপুর আইআইটির বিশেষজ্ঞ দলের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা হবে। নদীভাঙন রোধে

ইতিপূর্বে কেন্দ্রের কাছে ৩,৩০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল, যার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০০ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছে। পাশাপাশি বন্যায় যে ১,৪০০ মিটার দীর্ঘ বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছিল, দ্রুত সেই বাঁধের আধুনিক পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করার আশ্বাস দেন তিনি, যাতে ভবিষ্যতে গোটা এলাকা আর প্লাবিত না হয়। বন্যায় জমি ডুবে যাওয়ার কারণে চলতি মরশুমে ধান চাষ সম্ভব নয়, তাই কৃষকদের স্বার্থে কলাই, মুগ ও পাটের মতো বিকল্প চাষের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পুজোর মুখে এই জরুরি আর্থিক সাহায্য পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আশার আলো দেখছেন এলাকার দুর্গত মানুষজন। সর্বগ্রাসী বন্যায় সবকিছু হারিয়ে যাদের দিন কাটছিল খোলা আকাশের নিচে, তাঁদের চোখে এখন নতুন করে সংসার পাতার স্বপ্ন। ভেঙে পড়া ঘর আবার নতুন করে গড়ে তোলার সংস্থান মেলায় দুর্গতদের চোখে এখন স্বস্তির জল।

এটিএমে গোখরো

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধূপগুড়ি: পুজোর কেনাকাটার জন্য এটিএম থেকে টাকা তুলতে গিয়ে বিপত্তি। কিয়স্কের ভিতরে ফণা তুলে বসে রয়েছে বিশালাকার গোখরো! গত ১১ অক্টোবর রবিবার দুপুরে জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ির একটি এটিএমে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায়। পরে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সাপটিকে উদ্ধার করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন এটিএমে টাকা তোলার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েক জন। আচমকা কিয়স্কের ভিতর থেকে ফোঁসফোঁস শব্দ শুনতে পান তাঁরা। শব্দের উৎস খুঁজতে গিয়ে এটিএমের পিছনে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা একটি গোখরো দেখতে পান এক গ্রাহক। সাপটি ফণা তুলে থাকায় আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন তিনি। খবর পেয়ে সাপ উদ্ধারের জন্য ডুয়ার্স নেচার অ্যান্ড স্নেক ল্যাবার অর্গানাইজেশনের সদস্যদের ডাকা হয়। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা চার ফুট লম্বা গোখরোটিকে নিরাপদে উদ্ধার করায় স্বস্তি ফেরে এলাকায়।

ক্রেতা সেজে গয়নার দোকানে চুরি, মালদায় গ্রেপ্তার দুই মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদা: ক্রেতা সেজে একের পর এক গয়নার দোকান থেকে সোনার অলঙ্কার চুরির অভিযোগে দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম মুমতাজ বিবি ও সোনিয়া ইয়াসমিন। পুলিশ সূত্রে খবর, তাঁদের কাছ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ অক্টোবর ইংরেজবাজার শহরের বিএস রোডে স্বর্ণ ব্যবসায়ী সুশান্ত নিয়োগীর দোকানে যান ওই দুই মহিলা। ক্রেতা সেজে বিভিন্ন গয়না দেখার সময় দোকানদারের নজর অন্য দিকে ঘুরতেই একটি হার নিয়ে চম্পট দেন তাঁরা। পরে দোকানে একটি হার কম রয়েছে বুঝতে পেরে

পুলিশে অভিযোগ জানান ব্যবসায়ী। তদন্তে নেমে এলাকার একাধিক দোকানের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। তাতে দেখা যায়, দুই মহিলা পরপর তিনটি গয়নার দোকানে গিয়েছিলেন। একটি ফুটেজে হার নিয়ে পালাবার ছবিও ধরা পড়ে। এরপর চার দিন ধরে খোঁজ চালিয়ে কলকাতা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিশের দাবি, মালদার একাধিক দোকান থেকে প্রায় ১২ গ্রাম সোনার গয়না চুরির অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ মিলেছে। ধৃত মুমতাজের বাড়ি কলকাতার ধর্মতলায়। সোনিয়া উত্তর ২৪ পরগনার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ১৩ অক্টোবর মঙ্গলবার দুই অভিযুক্তকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।



চা-শ্রমিকদের জন্য ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: শারদোৎসবের আবহে উত্তরবঙ্গের বন্ধ চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য সম্প্রতি বড় ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২০২৩ সালের ১ জানুয়ারি থেকে বন্ধ থাকা ২১টি চা বাগানের ১৯,৫২৪ জন শ্রমিকের পরিবারকে নিয়মিত রেশনের পাশাপাশি নগদ ৫,০০০ টাকা এবং অতিরিক্ত ৫০ কেজি চাল দেওয়া হবে। সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই টাকা যাবে। চা শ্রমিকদের বোনাস ১৬% থেকে বাড়িয়ে ২০% করা হয়েছে। ‘প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক উৎসাহ যোজনা’-র মাধ্যমে ৩১২ কোটি টাকার কাজ শুরু হবে।

ইস্তফা সাবিনা ইয়াসমিনের

নিউজ ব্যুরো

ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের (ডিটিসি) রাজ্য মহিলা শাখার সভাপতির পদ ছাড়লেন সুজাপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। গত ১৪ অক্টোবর বুধবার দলের রাজ্য সভাপতি বিপ্লব মিত্রকে চিঠি দিয়ে ইস্তফার কথা জানান তিনি। কেন এই সিদ্ধান্ত? সাবিনার বক্তব্য, শারীরিক অসুস্থতা ও পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে রাজ্যজুড়ে সংগঠনের দায়িত্ব সামলানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর কথায়, “এই দায়িত্ব সামলাতে হলে আমাকে গোটা রাজ্য চষে বেড়াতে হবে। বর্তমানে আমার যে শারীরিক এবং



পারিবারিক পরিস্থিতি, তাতে এই দায়িত্বভার সামলানো সম্ভব হচ্ছে না। অহেতুক পদ ধরে রেখে তো লাভ নেই।”

সাবিনা আরও স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ঋতব্রত তৃণমূল বলে আলাদা কোনও দল নেই। তৃণমূল কংগ্রেসেই তাঁকে রাজ্য মহিলা শাখার

সভাপতি করা হয়েছিল।

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিনি ইস্তফাপত্র পাঠিয়েছেন বলেও জানান। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্তরে ভাঙনের আবহ তৈরি হয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির ছেড়ে একদল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিরোধী শিবির গড়ে তোলেন। সেই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিনও। পরে তাঁকে রাজ্য মহিলা শাখার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তবে সাবিনার পদত্যাগের নেপথ্যে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণের কথাই সামনে এসেছে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে ডিটিসির মহিলা সংগঠনের পরবর্তী নেতৃত্ব কে সামলাবেন, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

সুখানী বস্তির ধানখেতে উদ্ধার দাঁতালের দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন

জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ফসল রক্ষার



জন্ম জমিতে অবৈধভাবে বৈদ্যুতিক তার লাগানোর অভিযোগ দীর্ঘদিনের। বনদপ্তরের সচেতনতা প্রচার সত্ত্বেও এই প্রবণতা বন্ধ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এর আগেও বেআইনি থাকার বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বনদপ্তর।

চলতি বছরের জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়

হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ১৭ জুন আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন কলাবাড়িয়া এলাকায় একটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরে ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে বিদ্যুৎসংযোগের জেরে হাতির মৃত্যুর একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে।

হাতির মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। ১৭ জুন আলিপুরদুয়ারের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন কলাবাড়িয়া এলাকায় একটি দাঁতালের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরে ময়নাতদন্তের ভিত্তিতে বিদ্যুৎসংযোগের জেরে হাতির মৃত্যুর একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে।

ভলকা রেঞ্জ এবং আগস্টে ফালাকাটার তালুকেরটারিতে আরও হাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। অক্টোবরে জলপাইগুড়ির মণ্ডাবাড়ি ও নোখাবাড়ি এলাকাতো হাতির মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসে।

গত ৬ অক্টোবর বনমন্ত্রী মনোজ ওরাঁও জানিয়েছিলেন, গত চার মাসে রাজ্যে বেআইনি বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে এসে সাতটি হাতির মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে চারটি উত্তরবঙ্গে এবং তিনটি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে ঘটেছিল বলে তিনি উল্লেখ করেন।

বারবার হাতি মৃত্যুর ঘটনায় জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় বেআইনি বিদ্যুৎসংযোগ রুখতে বন বনদপ্তরের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষায় নিয়মিত নজরদারি, অবৈধ তার চিহ্নিত করা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে।

সেফটি পিনে দুর্গা গড়ে চমক ধুবড়ির সঞ্জীবের

এর আগেও সঞ্জীব তৈরি করেছেন সিরিজ ও সূচ, জামার বোতাম, প্লাস্টিকের বোতল এবং ভারী গয়নার শিল্পকর্ম।

নিজস্ব প্রতিবেদন

ধুবড়ি: শারদোৎসবের আবহে গোটা অসম যখন সেজে উঠছে, ঠিক তখনই এক অভিনব শিল্পকর্ম উপহার দিয়ে নজর কাড়লেন ধুবড়ি শহরের শিল্পী সঞ্জীব বসাক। প্রায় ৫০ হাজার সেফটি পিন নিখুঁতভাবে জুড়ে দিয়ে এক অনন্য দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন তিনি। ধুবড়ির পাঁচমোড় এলাকার রশ্মি সংঘের পুজো মণ্ডপে এই ব্যতিক্রমী প্রতিমাটি প্রদর্শিত হবে, যা ঘিরে ইতিমধ্যেই দর্শনার্থীদের মধ্যে বিপুল কৌতূহল তৈরি হয়েছে। পেশায় সরকারি কর্মচারী সঞ্জীববাবু দিনের বেলা নিজের দাপ্তরিক কাজ সামলে রাতের পর রাত জেগে এই শিল্পকর্ম ফুটিয়ে তুলেছেন। টানা চার থেকে পাঁচ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গভীর ধৈর্যের ফসল এই অনন্য প্রতিমা। সেফটি পিনের মতো অতি পরিচিত ও ক্ষুদ্র একটি উপকরণ দিয়ে দেবীর

রূপ ফুটিয়ে তোলা ছিল অত্যন্ত জটিল ও সময়সাপেক্ষ কাজ।

অপ্রচলিত উপকরণ দিয়ে প্রতিমা গড়ে খবরের শিরোনামে আসার নজির এই প্রথম নয় সঞ্জীববাবুর। এর আগেও তিনি সিরিজ ও সূচ, জামার বোতাম, প্লাস্টিকের বোতল এবং ভারী গহনা ব্যবহার করে এমন তাক লাগানো শিল্পকর্ম তৈরি করেছেন। শিল্পক্ষেত্রে তাঁর এই অসামান্য উদ্ভাবনী শক্তির স্বীকৃতি হিসেবে তিনি ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস, অসম বুক অফ রেকর্ডস, জাতীয় প্রেরণা পুরস্কার এবং সৃষ্টিশীলতার জন্য কমলা পুরস্কারের মতো একাধিক সম্মান অর্জন করেছেন।

হাজার হাজার সেফটি পিনের সূক্ষ্ম গাঁথনিতে তৈরি এই প্রতিমা এবারের পুজোয় ধুবড়ি শহরের অন্যতম সেরা আকর্ষণ হয়ে উঠবে বলে আশাবাদী উদ্যোক্তারা। শিল্পীর গভীর নিষ্ঠা ও কল্পনাশক্তি উৎসবের আবহে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।



মিজোরামে ৩৫০ কোটি টাকার প্রকল্পের উদ্বোধন সিক্কিয়ার



নিজস্ব প্রতিবেদন

আইজল: মিজোরামের ভৌগোলিক অবস্থান যাতে সে রাজ্যের মানুষের আকাঙ্ক্ষা এবং সুযোগের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়, সম্প্রতি সেই বার্তাই দিলেন উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী জ্যোতিরা দিত্য এম সিক্কিয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সঠিক পরিকাঠামোই রাজ্যের সামগ্রিক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেবে। দুই দিনের মিজোরাম সফরে এসে তিনি সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, ক্রীড়া এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কারুশিল্প সংক্রান্ত প্রায় ৩৫০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

আইজলের প্রান্তে তুইভামিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী জানান যে, দেশের প্রধান বাজার ও অর্থনৈতিক কেন্দ্রগুলি

থেকে দূরত্বের কারণে যে সমস্যাগুলি তৈরি হয়, তা সমাধানে কেন্দ্র ও মিজোরাম সরকার একযোগে কাজ করছে। তিনি বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থান ভূপ্রকৃতি তৈরি করতে পারে, তবে তা যেন মানুষের সম্ভাবনার সীমানা নির্ধারণ না করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিকশিত ভারত ২০৪৭-এর লক্ষ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্যকে দেশের অষ্টলক্ষী হিসেবে আখ্যা দেন তিনি।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা তুলে ধরে সিক্কিয়া জানান যে, ৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ বৈরাবি-সাইরাং রেললাইন মিজোরামকে প্রথমবারের মতো ভারতের রেল মানচিত্রে যুক্ত করেছে। বিগত এক বছরে এই লাইনে ১,১০০ টিরও বেশি ট্রিপে প্রায় ১৫ লাখ যাত্রী চলাচল করেছেন এবং এটি আইজলকে গুয়াহাটি, কলকাতা ও দিল্লির সাথে যুক্ত করেছে। পাশাপাশি পান্জাব থেকে ২৬,০০০ কুইন্টাল চাল বহনকারী ৪২ ওয়াগনের

মালবাহী ট্রেন আসার উদাহরণ দিয়ে তিনি পণ্য পরিবহনের সুবিধার কথাও উল্লেখ করেন।

কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি সাধনের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যৌথভাবে ২০০ কোটি টাকার বিশেষ জিঞ্জার মিশন চালু করতে কাজ করছে, যার মাধ্যমে আদা চাষ, প্রক্রিয়াকরণ, ব্র্যান্ডিং ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। পর্যটন প্রসঙ্গে মন্ত্রী উল্লেখ করেন যে, বছরের প্রথম ছয় মাসে রাজ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ পর্যটক এসেছেন, যার মধ্যে প্রায় ৯,০০০ বিদেশি পর্যটক রয়েছেন। বর্তমানে মিজোরামে মন্ত্রকের প্রায় ৪,৭১০ কোটি টাকার ৩৭৫টি প্রকল্প রয়েছে, যার মধ্যে ২,৭০০ কোটি টাকার ২৯৫টি কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে।

ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ণ রেখেই নতুন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মিজোরামকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

অগ্রিম ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও কলকাতার শিল্পী



নিজস্ব প্রতিবেদন

গুয়াহাটি: বোধনের ঠিক মুখে মণ্ডপ তৈরির অগ্রিম প্রায় ১০ লাখ টাকা নিয়ে উধাও কলকাতার এক শিল্পী। চরম বিপাকে গুয়াহাটির দুই নামজাদা পুজো কমিটি। অভিজুকের নাম সুদীপ্ত পাল, যাদবপুরের বাসিন্দা ও পাল এন্টারপ্রাইজের মালিক। ঘটনার প্রেক্ষিতে বরালু মুখ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

প্রতি বছর থিম পুজোয় তাক লাগানো ছত্রীবাড়ি সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি এবার উত্তর-পূর্বের জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরার পরিকল্পনা করেছিল। সুদীপ্তের সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয় ৫.৫ লাখ টাকার অগ্রিম। প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ শেষের পর বাকি সামগ্রী ট্রেনে আসছে বলে দাবি করেন তিনি। এরপরই চার-পাঁচ দিন আগে কর্মীদের নিয়ে হঠাৎ গায়েব হয়ে যান তিনি। ১৫ অক্টোবর উদ্বোধন ঘিরে এখন মাথায় হাত উদ্যোক্তাদের।

একই প্রতারণার শিকার কুমারপাড়ার নয়নতারা ক্লাব। আলোকসজ্জা ও 'প্রবহমান' থিমের মণ্ডপের দায়িত্ব দিয়ে তারা ৫ লাখ টাকা অগ্রিম দেয়। কলকাতার কারখানা থেকে বাকি সামগ্রী আনার নাম করে সেখান থেকেও চম্পট দেয় দলটি। কমিটির কর্মকর্তা প্রমোদ বর্মন জানান, সুদীপ্তের ফোন সুইচড অফ। শেষ মুহূর্তে উদ্বোধনের দিন পিছিয়ে স্থানীয় এক ডেকরেটরের সহায়তায় কোনোমতে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

অরুণাচলের ৩০০ কোটির স্টেডিয়ামের ঘোষণা খান্ডুর

নিজস্ব প্রতিবেদন

ইটানগর: অরুণাচল প্রদেশের হোলোসিতে সম্প্রতি প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০,০০০ আসন বিশিষ্ট একটি আত্মধুনিক স্টেডিয়াম তৈরির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। ইউপিয়ার গোল্ডেন জুবিলি আউটডোর স্টেডিয়ামে ইন্দ্রজিৎ নামচুম অরুণাচল লিগ ২০২৬-এর দ্বিতীয় সংস্করণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান যে, আগামী এক মাসের মধ্যেই এর নির্মাণকাজ শুরু হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা এবং তরুণ প্রতিভাদের জাতীয়

স্তরে সুযোগ করে দেওয়াই রাজ্য সরকারের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বড় ক্রীড়া স্থলের জন্য উন্নত



পরিকাঠামো অত্যন্ত জরুরি বলেই এই বড় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

এদিকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী ম্যাচে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স এফসি-কে ১-০ গোলে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছে এফসি জিগা ইউনাইটেড। আগামী ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজি দল এই টুর্নামেন্টে ৬০টি ম্যাচে অংশ নেবে। দেশের ফুটবলপ্রেমীদের কাছে ম্যাচগুলি সরাসরি পৌঁছে দিতে এই আসরের অফিশিয়াল স্ট্রিমিং পার্টনার হিসেবে যুক্ত হয়েছে জিওহটস্টার। রাজ্যের বিশিষ্ট ফুটবল ব্যক্তিত্ব ইন্দ্রজিৎ নামচুমের নামাঙ্কিত এই লিগ স্থানীয় প্রতিভাদের বিকাশ ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

রাস্তায় মণ্ডপ নিয়ে যানজটের আশঙ্কা, ব্যবস্থা নিতে আর্জি কেএসইউ-এর

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলং: প্রকাশ্যে রাস্তায় দুর্গাপূজার মণ্ডপ তৈরি করায় তীব্র যানজট এবং সাধারণ পথচারীদের ভোগান্তি বাড়ছে বলে অভিযোগ তুলে মেঘালয় পূর্ত দফতর বা পিডব্লিউডি-র হস্তক্ষেপ দাবি করল খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন। এই অস্থায়ী কাঠামোগুলো সরিয়ে সাধারণ মানুষের যাতায়াত মসৃণ

করার জন্য দফতরের চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে চিঠি দিয়েছে ছাত্র সংগঠনটি।

চিঠিতে ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, বিভিন্ন পক্ষ ও সাধারণ নাগরিকদের কাছ থেকে লাগাতার অভিযোগ আসার পরই তারা এই পদক্ষেপ নিয়েছে। বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকায় রাস্তা সংকীর্ণ, সেখানে রাস্তার একাংশ

জুড়ে মণ্ডপ তৈরি করায় গাড়ি এবং পথচারী—উভয়ের চলাচলেই ব্যাপক বিঘ্ন ঘটছে। ইউনিয়নের সাফ কথা, কোনও অবস্থাতেই সর্বসাধারণের রাস্তা আটকে রাখা উচিত নয় এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা ও সুবিধার সাথে আপস করা চলবে না। এই ধরনের বাধার বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আগাম

পদক্ষেপ করার দাবিও জানানো হয়েছে।

এর মাত্র কয়েক দিন আগেই এই একই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল হিউমিনেপ ন্যাশনাল ইয়ুথ ফ্রন্টের ইস্ট খাসি হিলস শাখা। গত ২৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব খাসি পাহাড় জেলার ডেপুটি কমিশনারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়ে সংগঠনের সভাপতি স্টিভেনসন রেমন্ড খ্রিইয়েম

সতর্ক করেছিলেন যে, শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় মণ্ডপ গড়ার ফলে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতে পারে। তারা আরআর কলোনি-রিজা, লাবান, পোলো, রিলবং এবং গারিখানা-উমশিরপি এলাকাগুলিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিল।

সংগঠনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, তারা কোনওভাবেই দুর্গাপূজা উদযাপনের

বিরোধী নয়। তবে উৎসবের আবহে ব্যস্ত রাস্তা আটকে যাতে সাধারণ পথচারী বা স্থানীয় বাসিন্দাদের ভোগান্তি না হয়, সেই বিষয়ে জেলা প্রশাসনের কড়া নজর দেওয়া উচিত। উৎসব চলাকালীন যাতে শহরের প্রধান সড়কগুলি অবাধ থাকে এবং যান চলাচল স্বাভাবিক থাকে, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

বিড়লা ওপাস নিয়ে এল ‘প্রাণের পাড়া’



নথিভুক্ত করার এবং তাদের পাড়ার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরার আশ্বাস জানাচ্ছে। কলকাতা, আসানসোল থেকে শুরু করে শিলিগুড়ি এবং বর্ধমান পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহ্য, চেনা মানুষ, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং সংস্কৃতির ওপর ভিত্তি করে মোট ১৫টি পাড়াকে বেছে নেওয়া হবে। এরপর এই পাড়াগুলির বিশেষ গল্প ও স্মৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিটি এলাকার জন্য তৈরি হবে বিশেষ মিউরাল।

বিড়লা ওপাস পেইন্টসের হেড অফ মার্কেটিং ইন্দরপ্রীত সিং জানান, রং আমাদের আত্মপরিচয় ও নিজের জায়গাকে প্রকাশ করার দারুণ এক মাধ্যম। পশ্চিমবঙ্গে পাড়া হলো মানুষের অনুভূতি, স্মৃতি ও ঐতিহ্যের এক জীবন্ত বহিঃপ্রকাশ। ‘প্রাণের পাড়া’র মাধ্যমে প্রতিটি সম্প্রদায়কে রঙের তুলিতে নিজেদের গল্প বলার সুযোগ করে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য। ডব্লিউপিপি মিডিয়ার ক্লায়েন্ট সলিউশনসের প্রেসিডেন্ট শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও সঠিক প্রচারের মাধ্যমে এটি গ্রাহকদের সঙ্গে ব্র্যান্ডের আত্মিক টান আরও বাড়িয়ে তুলবে। জি এন্টারটেনমেন্ট এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার সন্দীপ মেহরোত্রা জানান, এই উদ্যোগ মানুষের ভেতরে থাকা আঞ্চলিক গর্বকে সুন্দরভাবে উদযাপন করার একটি অনন্য প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলেছে। প্রতিটি পাড়ারই নিজস্ব গল্প আছে, আর প্রতিটি গল্পেরই একটি নিজস্ব রঙের অধিকার রয়েছে।

শিলিগুড়ি/বর্ধমান: পশ্চিমবঙ্গে পাড়া মানে শুধু একটি ভৌগোলিক এলাকা নয়; পাড়া হলো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার স্থান, উৎসব উদযাপনের কেন্দ্র, জমজমাট আড্ডার ঠিকানা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম একসঙ্গে বেড়ে ওঠার এক অটুট বন্ধন। প্রতিটি পাড়ার নিজস্ব ছন্দ, চরিত্র এবং অনন্য গল্প রয়েছে। বাংলার এই গভীর সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে উদযাপন করতে বিড়লা ওপাস পেইন্টস আজ ঘোষণা করল এক অভিনব উদ্যোগের যার নাম ‘প্রাণের পাড়া’, যা রঙের মাধ্যমে বাংলার পাড়াগুলির ঐতিহ্য ও অনুভূতিকে নতুন রূপ দেবে। এই উদ্যোগের মূল ভাবনা অত্যন্ত সহজ “যদি প্রতিটি পাড়ার নিজস্ব চরিত্র থাকে, তবে তাদের নিজস্ব দেওয়ালচিত্র বা মিউরাল থাকবে না কেন?”

এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিড়লা ওপাস পেইন্টস সমগ্র পশ্চিমবঙ্গবাসীকে WWW.BIRLAOPUSPRANERPARA.COM ওয়েবসাইটে গিয়ে নিজেদের পাড়ার নাম

ব্রিটানিয়া নিয়ে এলো ‘মাই পুজো মোমেন্ট অফ গোল্ড’ ক্যাম্পেইন

মুম্বাই: পশ্চিমবঙ্গে উৎসবের দিনগুলি অসংখ্য ছোট-বড় আবেগঘন মুহূর্ত দিয়ে তৈরি হয়। পরিবারের সঙ্গে কাটানো সময়, চায়ের আড্ডা আর প্রিয়জনের সান্নিধ্যই পুজোকে স্মরণীয় করে তোলে। এই ভাবনাকে সঙ্গী করে ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড শুরু করেছে ‘মাই পুজো মোমেন্ট অফ গোল্ড’ ক্যাম্পেইন।

ব্রিটানিয়ার মার্কেটিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিদ্ধার্থ গুপ্ত বলেন, “উৎসবের সময় মানুষ একত্রিত হয়, পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হয় এবং চায়ের কাপে আড্ডা জমে ওঠে। এই মুহূর্তগুলিই স্মৃতিতে চিরস্থায়ী রূপ নেয়। ‘মাই পুজো মোমেন্ট অফ গোল্ড’-এর মাধ্যমে আমরা



বাংলার মানুষের সেই বিশেষ স্মৃতি ও অনুভূতিগুলি উদযাপনের আশ্বাস জানাচ্ছি। বিজ্ঞাপনী সংস্থা শবাং-এর ন্যাশনাল ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর দীপশিখা রবি জানান, ঢাকের মহড়া থেকে প্যাণ্ডেলের প্রস্তুতি এই ছোট ছোট প্রত্যাশাই উৎসবের আসল সৌন্দর্য।

ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ডের সঙ্গে আমরা সেগুলিকে ‘মোমেন্ট অফ গোল্ড’ হিসেবে উদযাপন করছি। নতুন জামা-কাপড়ের আনন্দ, রাত জেগে আড্ডা কিংবা পরিবারের গল্পে ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড বহু বছর ধরেই উৎসবের অঙ্গ। গ্রাহকেরা বিশেষ ব্রিটানিয়া মেরি গোল্ড উৎসব প্যাকেজের কিউআর কোড স্ক্যান করে এ অংশ নিতে পারেন। অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের পুজোর একটি বিশেষ মুহূর্তের ছবি আপলোড করতে হবে এবং ৫০ শব্দের মধ্যে তার পেছনের গল্প লিখে জমা দিতে হবে। নির্বাচিতরা জিতে নিতে পারেন খাঁটি সোনার মুদ্রা। নিয়ম ও শর্তাবলী প্রযোজ্য।

ভারতে প্রথম প্রিপেইড ফ্যামিলি প্ল্যান আনল VI

শিলিগুড়ি: ভারতের টেলিকম দুনিয়ায় প্রিপেইড গ্রাহকদের জন্য এক নতুন যুগের সূচনা করল ভোডাফোন আইডিয়া। প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয় ভাবনা ‘VI পে সব হ্যায় VIP’-কে সামনে রেখে দেশজুড়ে চালু হলো দেশের প্রথম প্রিপেইড ফ্যামিলি প্ল্যান। প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে তৈরি এই সুবিধার মাধ্যমে এখন থেকে পরিবারের সদস্যরা দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকেই একে অপরের সাথে সহজে ডেটা

শেয়ার করতে পারবেন। ইন্টারনেট শেষ হয়ে যাওয়ার অর্থ অনলাইন ক্লাস, ভিডিও কল বা ম্যাপ-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। মোবাইল ডেটা এতদিন ব্যক্তিগত ব্যবহারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। VI অ্যাপের মাধ্যমে সক্রিয় প্রিপেইড গ্রাহকরা এখন সর্বোচ্চ চারজনের একটি পারিবারিক দল তৈরি করতে পারবেন। এতে একজন থাকবেন প্রাইমারি সদস্য এবং বাকি তিনজন সেকেন্ডারি।

ইন্টারনেট ফুরিয়ে এলে এক সদস্য অন্য সদস্যকে প্রতি দফায় ৫০০ এমবি করে ডেটা পাঠিয়ে সাহায্য করতে পারবেন। পরিবারের প্রত্যেক সদস্য VI অ্যাপ থেকে যেকোনো রিচার্জ পাবেন সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পর্যন্ত নিশ্চিত ছাড়। দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন টেলিকম সার্কেলের কীভাবে দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা পরিবার এই প্ল্যানের মাধ্যমে সবসময় একে অপরের পাশে থাকতে পারে।



বলিউড তারকা শাহরুখ খানকে নিয়ে শুরু হওয়া নতুন প্রচার অভিযানে দেখানো হয়েছে কীভাবে দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে থাকা পরিবার এই প্ল্যানের মাধ্যমে সবসময় একে অপরের পাশে থাকতে পারে।

পেটিএম-এই এবার মেট্রো টিকিট বুকিং

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় মার্কেট পেমেন্টস সংস্থা, আর্থিক পরিষেবা বিতরণকারী প্রতিষ্ঠান এবং মোবাইল পেমেন্ট, পেটিএম কিউআর ও সাউন্ডবক্সের পথিকৃৎ পেটিএম বা ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশনস লিমিটেড, এবছরের দুর্গাপূজার আগে পেটিএম অ্যাপে মোবাইল কিউআর টিকিট বুকিং ব্যবস্থা চালু করতে কলকাতা মেট্রোর সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। যাত্রীরা এখন যেকোনো দুটি স্টেশনের মধ্যে টিকিট কাটতে পারবেন, মোবাইলে একটি কিউআর টিকিট পাবেন এবং মেট্রোর প্রবেশদ্বারে সেটি সরাসরি স্ক্যান করে যাতায়াত করতে পারবেন।



পেটিএমের মুখপাত্র জানান, কলকাতা মেট্রো এই শহরের দৈনন্দিন জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, বিশেষ করে দুর্গাপূজার সময় যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ উদযাপনে মেতে ওঠেন। যেকোনো এই অংশীদারিত্ব মেট্রো ভ্রমণকে আরও সহজ করে তুলবে, কারণ যাত্রীরা স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই পেটিএমে টিকিট কেটে সরাসরি প্রবেশদ্বারে চলে যেতে পারবেন।

এই অংশীদারিত্বের অধীনে পেটিএম অন্তত এক বছরের জন্য এক্সক্লুসিভ মোবাইল টিকেটিংয়ের অধিকার পেয়েছে। কলকাতা মেট্রো তাদের আনুষ্ঠানিক প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে পেটিএম মোবাইল টিকেটিংয়ের প্রচার চালাবে এবং মেট্রো নেটওয়ার্কের সমস্ত ৫৭টি স্টেশনেই পেটিএমের ব্র্যান্ডিং থাকবে। ভারতের প্রথম মেট্রো রেল হিসেবে পরিচিত কলকাতা মেট্রো দেশের একমাত্র মেট্রো ব্যবস্থা যা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করে।

এই সুবিধার ফলে এসপ্ল্যান্ডে,

সল্টলেক স্টেশন ৫, হাওড়া এবং শিয়ালদহ যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি কালীঘাট ও শোভাবাজার সূতানুটির মতো বিখ্যাত মণ্ডপগুলিতে ঠাকুর দেখতে যাওয়া পরিবারগুলির জন্যও এটি দারুণ সুবিধাজনক হবে। উৎসবের ভিড়ে মেট্রো স্টেশনে অতিরিক্ত চাপ কমাতে এবং টিকিট কাউন্টারের দীর্ঘ লাইন এড়াতে পেটিএমে আগেভাগে টিকিট কাটা সফরকে অনেক বেশি স্বামেলামুক্ত করবে।

পেটিএমে কলকাতা মেট্রোর কিউআর টিকিট বুক করতে প্রথমে পেটিএম অ্যাপটি খুলুন এবং ‘METRO’ লিখে সার্চ করুন, তারপর ‘KOLKATA METRO’ বেছে নিয়ে ‘METRO QR TICKET’ বিকল্পটিতে যান। তারপর যাত্রার শুরুর স্টেশন ও গন্তব্য স্টেশন নির্বাচন করুন, যাত্রীর সংখ্যা নির্ধারণ করে পেমেন্ট সম্পন্ন করুন। মোবাইল কিউআর টিকিটটি দেখতে ‘VIEW TICKET’-এ ট্যাপ করুন। মেট্রো স্টেশনের প্রবেশদ্বারে কিউআর কোডটি স্ক্যান করলেই আপনি মেট্রোয় সফর করতে পারবেন সহজেই।

বাঁকুড়ায় অ্যাম্পিয়ারের ‘ভারত কি স্মার্ট রাইড’, OVAL EV নতুন শোরুম চালু



বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার বাস স্ট্যান্ড রোডে OVAL EV নামে নতুন শোরুম চালু করল অ্যাম্পিয়ার। এখানে এক ছাদের নিচেই স্কুটার কেনা ও মেরামতের সব সুবিধা পাওয়া যাবে, ফলে স্থানীয় মানুষের ইলেকট্রিক স্কুটার ব্যবহার আরও সহজ হবে।

এই নতুন সেন্টারে অ্যাম্পিয়ারের নানা মডেলের ইলেকট্রিক স্কুটার পাওয়া যাবে। এর মধ্যে মূল আকর্ষণ হলো অ্যাম্পিয়ার নেক্সাস ইএক্স+,

যাতে রয়েছে শক্তিশালী ৫ কিলোওয়াট মোটর। ভারতের বিভিন্ন দুর্গম রাস্তায় দারুণ পারফরম্যান্স দেখিয়ে এই স্কুটারটি একাধিক রেকর্ডও গড়েছে। পারিবারিক ও দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য রয়েছে সাস্থী ম্যাগনাস জি ম্যাক্স এবং আরামদায়ক সফরের জন্য ম্যাগনাস নিও। তরুণ ও শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে আনা হয়েছে অ্যাম্পিয়ার রিও ভাইব। নেক্সাস ইএক্স+ এবং ম্যাগনাস জি

ম্যাক্স মডেলে ৩০টিরও বেশি আধুনিক স্মার্ট ফিচার পাওয়া যায়। এতে রয়েছে উন্নত এলএফপি ব্যাটারি এবং ৫ বছর বা ৭৫,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাটারি ওয়ারেন্টি, যা যাতায়াতকে করে তোলে নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য।

অ্যাম্পিয়ারের স্কুটারগুলি ভারতের কঠিন রাস্তায় কঠোরভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। ম্যাগনাস জি ম্যাক্স মাত্র ১৫ দিনে অরুণাচল থেকে গুজরাটের কচ্ছ পর্যন্ত প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পথ সফলভাবে অতিক্রম করেছে। নেক্সাস প্ল্যাটফর্মও পাহাড়ের ৭০টি বিপজ্জনক বাঁক পেরিয়ে ১৩,২০০ ফুট উঁচু গিরিপথ পাড়ি দিয়ে নিজের সক্ষমতা দেখিয়েছে।

নতুন এই সেন্টারে এসে গ্রাহকেরা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে সব সুবিধা বুঝে পছন্দের স্কুটার বেছে নিতে পারবেন। বাঁকুড়ায় গ্রিভস ইলেকট্রিক মোবিলিটির এই পদক্ষেপ স্থানীয়দের জন্য পরিবেশবান্ধব যাতায়াত আরও সহজ করবে।

আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্সের নতুন প্রিমিয়াম পৌঁছাল ১১,৮২১ কোটিতে

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্সের ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম অর্ধে রিটেইল সুরক্ষা বিভাগে বার্ষিক ভিত্তিতে ৪৭.২% এবং অ্যানুইটি বিভাগে ৫০.০% বৃদ্ধি হয়েছে। এর ফলে রিটেইল বিমাকৃত অর্থের পরিমাণ বার্ষিক ভিত্তিতে ৩৪.৯% বৃদ্ধি পেয়ে ২.৩২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা গ্রাহকদের প্রদত্ত বিমা সুরক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তারকে তুলে ধরে।

২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথম অর্ধে কোম্পানির নতুন ব্যবসায়িক

প্রিমিয়াম বার্ষিক ভিত্তিতে ২৫.০% বৃদ্ধি পেয়ে ১১,৮২১ কোটি টাকা হয়েছে। নতুন ব্যবসার মূল্য বা ডিএনবি বার্ষিক ভিত্তিতে ২২.৩% বৃদ্ধি পেয়ে ১,২৮৩ কোটি টাকা হয়েছে, যেখানে মার্জিন ছিল ২৬.০%। একই সময়ে কোম্পানির কর-পরবর্তী মুনাফা বার্ষিক ভিত্তিতে ২৬.৫% বেড়ে ৭৬০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্স লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার সিদ্ধার্থ মিশ্র



বলেন, “গ্রাহককেন্দ্রিকতাই সর্বদা আইসিআইসিআই লাইফের মূল নীতি, এবং এই অবিচল প্রতিশ্রুতি আগামী বছরগুলোতেও আমাদের সমস্ত পদক্ষেপকে পরিচালনা করবে। ভারতে এখনো বিমার আওতার বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে জীবন সুরক্ষা ও

বার্ধক্যকালীন নিয়মিত আয় নিশ্চিত করাই আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মূল ভিত্তি। সুস্বয়ম ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, উদ্ভাবনী ও গ্রাহককেন্দ্রিক পণ্য, গ্রাহক-বান্ধব বিক্রয় ও পরিষেবা, শিল্পের শীর্ষস্থানীয় মান এবং শক্তিশালী ঝুঁকি ও মূলধন কাঠামোর ওপর ভর করে গড়ে ওঠা আমরা এমন একটি স্থিতিশীল প্রতিষ্ঠান যা নতুন সুযোগকে সফলভাবে কাজে লাগাতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হল ব্যবসা,

মুনাফা ও ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রেখে টেকসই ডিএনবি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা।” ২০২৭ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে আইসিআইসিআই লাইফ ইস্যুরেন্স ৯৯.৩% ক্রেইম সেটলমেন্ট রেশিও বজায় রেখেছে, যেখানে তদন্তহীন দাবি নিষ্পত্তিতে গড় সময় লেগেছে মাত্র ১.১ দিন। এই সময়ে সংস্থাটি ২,৬২৭ কোটি টাকার মৃত্যুজনিত দাবি এবং ৮,৬৩৪ কোটি টাকার মেয়াদপূর্তি ও অন্যান্য সুবিধা মিটিয়ে গ্রাহকদের আর্থিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছে।

২৫ বছরের পথচলায় ২০ কোটিরও বেশি ভারতীয়রা আস্থা অর্জন করে সংস্থাটি এখন নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে আইসিআইসিআই লাইফ ইস্যুরেন্স লিমিটেড হিসেবে, যার অঙ্গীকার “হর পল আসান”। আলোচ্য সময়ে ৫৪% সঞ্চয় পলিসি একই দিনে ইস্যু করা হয়েছে এবং জিএসটি ছাড়া সামগ্রিক খরচ ও প্রিমিয়ামের অনুপাত ৩০ বেসিস পয়েন্ট কমে ১৮.৩% ও সঞ্চয় খাতে ৯০ বেসিস পয়েন্ট কমে ১১.৬% দাঁড়িয়েছে।



সানফিস্টের দৌলতে সবচেয়ে উজ্জ্বল মণ্ডপ হরিশ পার্ক

শিলিগুড়ি: দুর্গাপূজার আবহে উৎসবের আয়োজ্য সেজে ওঠে তিলোত্তমা। এই উৎসবের দিনগুলিতে প্রতিটি মণ্ডপ যেমন নিজস্ব সৃজনশীলতায় আলো ছড়ায়, তেমনই সাধারণ মানুষও নতুন সাজে নিজেকে মেলে ধরে। সেই বিশেষ অনুভূতিকে উদযাপন করতে সানফিস্ট মম'স ম্যাজিক শাইনস নিয়ে এসেছে ‘এই পুজো, শাইন করো!’ প্রচার অভিযান। এর মাধ্যমে কলকাতার হরিশ পার্কের পুজো মণ্ডপ রূপ নিয়েছে শহরের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্যাভেলের।

আইটিসি সানফিস্ট মম'স ম্যাজিক বরাবরই মাতৃহের শক্তি ও ভালোবাসাকে তুলে ধরে। হরিশ পার্কে ১,২০০ বর্গফুটের একটি সুবিশাল আলোকিত কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যা দেখতে বিশালাকার শাইনস বিস্কিটের মতো। ৮০ জনেরও বেশি স্থানীয় শিল্পীর সাহায্যে ৩,৬০০ ফুট দীর্ঘ স্থানে ১.৭ লক্ষেরও বেশি আলো ব্যবহার করে এটি গড়ে তোলা হয়েছে।

আইটিসি ফুডসের বিস্কিট বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অফ মার্কেটিং সূরজ কাঠুরিয়া জানান, পুজোয় কলকাতা যেভাবে নানা রঙে জ্বলে ওঠে, সেই উৎসবের চেতনাকেই তারা তুলে ধরতে চেয়েছেন। মণ্ডপের পাশাপাশি ইনস্টাগ্রামে শুরু হয়েছে ‘শাইনস স্পটলাইট কনটেস্ট’, যেখানে হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে সেরা সাজের ছবি দিলে মিলবে কলকাতার বিলবোর্ডে মুখ দেখানোর সুযোগ।

মণ্ডপের উদ্বোধন করেন অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। তিনি বলেন, “পুজোয় জ্বলে ওঠার অর্থ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ নয়, বরং নিজেকে মন খুলে প্রকাশ করা। আলো ও সৃজনশীলতার মেলবন্ধনে হরিশ পার্কের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।”

টাটা টি গোল্ড-এর সমীক্ষায় একসাথে সময় কাটানোর গুরুত্ব

কলকাতা: এই দুর্গাপূজায় মানুষের কাছে সবচেয়ে মূল্যবান উপহার কোনো মোড়কে বন্দি সামগ্রী নয়, বরং ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গে কাটানো কিছুটা বাড়তি সময়। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ‘ইউনোমার’-এর সহায়তায় পরিচালিত টাটা টি গোল্ডের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সী গ্রাহকদের ৬৮ শতাংশই দামি উপহার বা শপিং ভাউচারের চেয়ে পরিবার ও প্রিয়জনদের সঙ্গে চা-এর আড্ডায় সময় কাটাতে বেশি আগ্রহী। পুজো সবাইকে একত্রিত করলেও তা যেন চোখের পলকেই শেষ হয়ে যায়। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া ৮০ শতাংশ মানুষের মতে, পরিবারের সঙ্গে পর্যাপ্ত সুন্দর সময় কাটানোর আগেই পুজো ফুরিয়ে যায়। উৎসবের ব্যস্ত দিনগুলি এই মানুষগুলিকে একসূত্রে বাঁধে। প্রায় ৯৪ শতাংশ উত্তরদাতার বিশ্বাস, এক



কাপ চা পুরো পরিবারকে একটু থমকে দাঁড়িয়ে একসাথে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয়। এই অনুভূতিকে সামনে রেখেই টাটা টি গোল্ড শুরু করেছে তাদের নতুন শারদীয়া অভিযান ‘একসাথেই গোল্ড – বিইং টুগেদার ইজ গোল্ড’। জীবনের ব্যস্ততায় যখন একান্তে কাটানোর মতো সময়ের বড় অভাব, তখন প্রতিটি বাড়তি মুহূর্তই হয়ে ওঠে অমূল্য। এই প্রচারের ছবিতে মা ও ছেলের জীবনের দুটি আলাদা অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

ছোটবেলায় ছেলটি চাইত পুজো যেন কখনো শেষ না হয়, যাতে মাকে কাজে ফিরে যেতে না হয়। বহু বছর পর প্রাপ্তবয়স্ক হয়েও সে চায় মা যেন তার কাছে আরও কিছুক্ষণ থেকে যান। তাঁদের টাটা টি গোল্ড চা হয়ে ওঠে সেই আন্তরিক বিরতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, আরেক কাপ চা উপহার দেয় আরও কিছুটা খোশগল্প এবং একসাথে কাটানো বাড়তি কিছু সোনালী মুহূর্ত। টাটা কনজিউমার প্রোডাক্টসের প্যাকেজড বোভারেজস এবং

অর্গানিক ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্ট শরৎ বর্মা বলেন, পুজো আমাদের এক হওয়ার নানা কারণ দেয়, কিন্তু একসাথে শান্তিতে কাটানোর মতো সময় দেয় সামান্যই। এক কাপ চা সেই সামান্য বিরতিটুকু তৈরি করে, যেখানে বসে কথা বলা যায়। ‘একসাথেই গোল্ড – বিইং টুগেদার ইজ গোল্ড’-এর মাধ্যমে এই সাধারণ মুহূর্তগুলোকেই উদযাপন করা হয়েছে।

‘মৎকস’-এর চিফ ক্রিয়েটিভ অফিসার সন্দীপন ভট্টাচার্য জানান, জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান উপহার বাক্সে মোড়ানো থাকে না, তা মাথা হয় সময়ের নিরিখে। এই ভাবনাকে উদযাপন করতে টাটা টি গোল্ড চারটি বিশেষ উৎসবের প্যাকেজ নিয়ে এসেছে, যেখানে ধুনটি নাচ, সিঁদুর খেলা ও পারিবারিক উদযাপনের মতো মুহূর্তগুলো ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ডায়ালিসিসে থাকা রোগীদের নিয়ে AINU-এর প্রাক-পুজো মিলন মেলা

শিলিগুড়ি: দুর্গাপূজার আনন্দ ডায়ালিসিসে থাকা রোগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বিশেষ প্রাক-পুজো মিলন মেলার আয়োজন করল এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি অ্যান্ড ইউরোলজি (AINU), শিলিগুড়ি। ‘এ ডে উইথ ইউ’ থিমে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে খাবার, গান ও পারস্পরিক আলাপচারিতার মাধ্যমে রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসার রুটিন থেকে কিছুটা বিরতি দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ডায়ালিসিসে থাকা রোগীদের খাদ্যসংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে তৈরি বিশেষ খাবারের মেনু। এআইএনইউ-এর



ডায়েটিশিয়ানদের পরামর্শে তৈরি এই মেনুর মাধ্যমে তুলে ধরা হয়, কিডনির উপযোগী খাবারও সুস্বাদু ও উপভোগ্য হতে পারে।

AINU শিলিগুড়ির মেডিক্যাল ডিরেক্টর, সিনিয়র কনসালট্যান্ট নেফ্রোলজিস্ট ও কিডনি প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞ ডা. বি. বিজয় কিরণ বলেন, “ডায়ালিসিসে থাকা রোগীদের নিয়মিত চিকিৎসার

পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রায় নানা পরিবর্তন আনতে হয়। এই উদ্যোগের মাধ্যমে তাঁদের কিছুটা বিরতি দিয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার সুযোগ দিতে চেয়েছি। সঠিক খাদ্যাভ্যাস যে পুষ্টিকর হওয়ার পাশাপাশি উপভোগ্যও হতে পারে, সেই বার্তাও তুলে ধরা হয়েছে।”

AINU শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চিকিৎসার পাশাপাশি রোগীদের মানসিক সুস্থতা, আবেগগত সহায়তা ও সামগ্রিক সুস্থতার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ ধরনের উদ্যোগ রোগী ও তাঁদের পরিবারের জন্য আরও সহমর্মিতাপূর্ণ স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্স-এর নতুন ব্র্যান্ড আইডেন্টিটি লঞ্চ

কলকাতা: আইসিআইসিআই ফ্রডেনশিয়াল লাইফ ইনশিওরেন্স কোম্পানি লিমিটেড থেকে নাম বদলে এখন ‘আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্স লিমিটেড’ হয়েছে। সোমবার কোম্পানিটি তাদের নতুন ব্র্যান্ড পরিচিতি এবং নতুন ট্যাগলাইন ‘হর কল আসান’ লঞ্চ করেছে। এর মাধ্যমে বীমা ব্যবস্থাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ, ফ্লেক্সিবল এবং সুবিধাজনক করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। কোম্পানি জানিয়েছে, এই নতুন ব্র্যান্ড প্রতিশ্রুতির মূল উদ্দেশ্য হলো জীবন বীমার ধারণাকে অনিশ্চয়তা থেকে সুরক্ষার গণ্ডিতে বের করে আনা, যাতে গ্রাহকরা তাদের আর্থিক ভবিষ্যৎ নিয়ে আরও আত্মবিশ্বাসী ও সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পরিবর্তিত কর্মজীবন, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, দীর্ঘায়ু এবং আর্থিক অগ্রাধিকারের পরিবর্তনের



কারণে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা যখন দিন দিন আরও জটিল হয়ে উঠছে, ঠিক সেই সময়ই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আইসিআইসিআই লাইফ ইনশিওরেন্স লিমিটেডের মার্কেটিং, ডিজিটাল ও ব্যাংক্যাশিওরেন্স প্রধান শ্রী শ্রীনিবাস বালাসুরমনিয়ন বলেন, “কোটি কোটি ভারতীয়র জীবনে আইসিআইসিআই নামটি বিশ্বাস, শক্তি এবং আর্থিক আস্থার প্রতীক হিসেবে একটি স্থায়ী স্থান দখল করে আছে। বিগত ২৫ বছরে আমরা ২০ কোটিরও বেশি ভারতীয়র স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে পেরে নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করছি।”

বালাসুরমনিয়ন জানান যে কোম্পানির এই নতুন পরিচয় কেবল নাম পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি আর্থিক নিরাপত্তাকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও সহজে বোধগম্য ও সুলভ করে তোলার প্রতি তাদের সুদূরপ্রসারী প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন।

তিনি আরও বলেন, “আগামীকালের প্রস্তুতি জীবনের জটিলতা বাড়ানোর বদলে আমাদের মনে স্পষ্টতা, আত্মবিশ্বাস এবং মানসিক শান্তি এনে দেওয়া উচিত।”

কোম্পানি জানিয়েছে যে তারা তাদের ২৫ বছরের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে গ্রাহকদের কাছে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা আরও গভীর করবে, শিল্পের নতুন মানদণ্ড স্থাপন করবে এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য বীমা’ অর্জনে জাতীয় লক্ষ্য পূরণে অবদান রাখবে।

ইন্ড্রিয়া নিয়ে এলো উৎসবের নতুন সস্তার ‘পদ্মিকা’



কলকাতা: উৎসবের মরসুমে আদিত্য বিড়লা গ্রুপের জুয়েলারি ব্র্যান্ড ‘ইন্ড্রিয়া’ লঞ্চ করল তাদের নতুন ২২ ক্যারেট সোনার উৎসব স্পেশাল কালেকশন ‘পদ্মিকা’। দেবী লক্ষ্মীর মহিমা এবং শুভ সূচনা ও সমৃদ্ধির প্রতীক দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এই কালেকশনটি সাজানো হয়েছে। পদ্মিকা শব্দের অর্থ ‘পদ্ম থেকে যাঁর জন্ম’।

এই কালেকশনের অন্যতম বিশেষত্ব হলো বিলুপ্তপ্রায় বেনারসি ‘গুলাবি মীনাকারি’ ও ‘নীল মীনাকারি’ শিল্পের পুনরুদ্ধার। চকচকে হলুদ সোনার ওপর পদ্ম, শঙ্খ, গজ, শ্রীফল, কলস এবং কাসু মুদ্রার মতো সনাতন প্রতীকগুলোকে আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে। নকশায় যুক্ত হয়েছে কুন্দন জড়াই, বেগি তার, হাঁসুলি, রাওয়া ও চন্দ্রকের সূক্ষ্ম কারিগরি।

এই লঞ্চ উপলক্ষে ইন্ড্রিয়ার সিইও সন্দীপ কোহলি বলেন, “উৎসবের মরসুম উদযাপনের এক বিশেষ সময়। পদ্মিকার মাধ্যমে আমরা সেই আনন্দ ও সমৃদ্ধির চিরন্তন অনুভূতিকে গয়নায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছি। ভারতের সমৃদ্ধ গয়নাশিল্পের ঐতিহ্য রক্ষা করা এবং গুলাবি মীনাকারির

মতো হারিয়ে যেতে বসা শিল্পকে আধুনিক দৃষ্টিকোণে ফিরিয়ে আনা আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। এই সংগ্রহ উৎসবের স্মৃতিগুলোকে বছরের পর বছর অমলিন করে রাখবে।”

ইন্ড্রিয়ার হেড অব ডিজাইন অভিষেক রাস্তোগী যোগ করেন, “পদ্মিকার মূল ভাবনাটি শুরু হয়েছিল মাঙ্গলিক চেতনা এবং আমাদের উৎসব উদযাপনের সঙ্গে এর গভীর যোগের অনুভূতি থেকে। সমুদ্র মছনের কাহিনী এবং মহাজাগতিক সমুদ্র থেকে পদ্মের ওপর উপবিষ্ট দেবী লক্ষ্মীর আবির্ভাবের ঘটনাটি আমাদের সমৃদ্ধ ও পুনর্জন্মের মূল সূর সমৃদ্ধ এক অনুপম ডিজাইনের দিশা দেখিয়েছে। আমরা তাঁর কাহিনীর সঙ্গে জড়িত প্রতীকগুলোকে কেবল রূপক হিসেবে দেখিনি, বরং সেগুলোকে অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে অনুধাবন করে নতুন প্রজন্মের জন্য সমকালীন ঐতিহ্যের অলঙ্কার হিসেবে তাদের নতুন রূপ দিয়েছি। এর পাশাপাশি আমরা বেনারসি মীনাকারির মাধ্যমে এতে নরম গোলাপি রঙের ছোঁয়া এনেছি, যা এই ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে এক অপূর্ব সতেজতা যোগ করেছে। এই গয়নাগুলির মূল শিকড় ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রোথিত তবে আধুনিক উৎসবের সাজেও মানানসই।” নেকলেস, কানের দুল থেকে শুরু করে চুড়ির বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ ‘পদ্মিকা’ সমসাময়িক ফ্যাশন ও চিত্রাচারিত ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য মেলবন্ধন।

উৎসবের মরসুমে ফিলিপসের বিশেষ ক্যাম্পেইন শুরু

মুম্বাই: গত উৎসবের মরসুমে ‘সোনে পে সোহাগা’ প্রচারের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর, ফিলিপস হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস আরও বড় পরিসরে নিয়ে এল নতুন অফার ‘সোনে পে ডাবল সোহাগা’। এই বিশেষ ক্যাম্পেইনে নির্দিষ্ট ফিলিপস হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস কেনার ওপর গ্রাহকদের নিশ্চিত উপহারের পাশাপাশি রয়েছে প্রতি ঘণ্টায় ৯,৯৯৯ টাকা মূল্যের সোনা এবং প্রতিদিন ৫৫০,০০০ টাকা মূল্যের হিরে জেতার দারুণ সুযোগ।

গত বছর দেশের ৭০টি শহরে এই উদ্যোগ বিপুল সাড়া ফেলেছিল। সাধারণ ছাড়ের গণ্ডি পেরিয়ে এবার উৎসবের কেনাকাটাকে আরও আনন্দময় ও লাভজনক করে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১১ অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত দেশজুড়ে ১১২টি শহরের ২০ কোটিরও বেশি মানুষের কাছে এই

ক্যাম্পেইন পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রচার চলাকালীন ন্যূনতম ২১,৫০০ টাকা মূল্যের যোগ্য ফিলিপস হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস কিনলেই মিলবে নিশ্চিত উপহার। সঙ্গে থাকবে প্রতি ঘণ্টায় সোনা এবং প্রতিদিন হিরে জেতার সুবর্ণ সুযোগ। ভারতে সোনা ও হিরে সমৃদ্ধ, শুভ সূচনা ও উদযাপনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

ভারসুনি ইন্ড্রিয়ার চিফ মার্কেটিং অফিসার পূজা বৈদ বলেন, “গত বছরের প্রতিক্রিয়া আমাদের দেখিয়েছে যে গ্রাহকরা বাঁধাধরা অফারের বাইরে গিয়ে নতুন কিছু পছন্দ করেন। এই বছর ‘সোনে পে ডাবল সোহাগা’-র মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত উপহারের সাথে সোনা ও হিরে জেতার রোমাঞ্চকর সুযোগ যুক্ত করেছি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো উৎসবের মরসুমে কেনাকাটার আনন্দকে আরও বাড়িয়ে তোলা।”



নতুন স্বাদ ও অভিনব পদে ক্যাফে আকাশার ইনফ্লাইট মেনু

কলকাতা: আকাশা এয়ার তাদের অনবোর্ড ফুড পরিষেবা ‘ক্যাফে আকাশা’-য় নতুন মেনু চালু করেছে। ২০২২ সালের আগস্টে পরিষেবা শুরুর পর এটি চতুর্থ মেনু। এতে রয়েছে পরিচিত ভারতীয় স্বাদ, আন্তর্জাতিক পদ, প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার ও স্বাস্থ্যসচেতন বিকল্প।

নতুন মেনুতে রয়েছে চিকেন পুলিমুখি সুশি, ভিয়েতনামিজ চিকেন স্যালাড, আমের আচার-স্বাদের রেলিশসহ গ্রিলড চিকেন স্টেক, এশিয়ান চিকেন স্যাডউইচ, জৈন খাদ্যাভ্যাসের উপযোগী তন্দুরি সোয়া র্যা প এবং শিশুদের জন্য কিডস স্কাই ড্রিটস কন্স। পানীয়ের তালিকায় রয়েছে হিমালয়ের সি বাকথর্ন বেরি দিয়ে তৈরি পেপিং সি বাকথর্ন, সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্টার কফি ও চিনি ছাড়া কফি। পাশাপাশি রয়েছে হালকা স্ন্যাকস ও পুষ্টিকর খাবার।

সংস্থার চিফ মার্কেটিং অফিসার নারায়ণ টি ভি জানান, যাত্রার প্রতিটি মুহূর্ত স্মরণীয় করে তোলাই তাঁদের লক্ষ্য। নতুন মেনুতে ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক রান্নার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসচেতন ও মুখরোচক খাবারের বিকল্প রাখা হয়েছে।



মকর সংক্রান্তি, ভ্যালেন্টাইনস ডে, হোলি, ঈদ, মাদার'স ডে, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস, নভরোজ, ওনম, গণেশ চতুর্থী, দুর্গাপূজা, দশেরা, দেওয়ালি ও বড়দিনে বিশেষ খাবার পরিবেশন করা হয়। জন্মদিন বা অন্য বিশেষ উপলক্ষে যাত্রীরা আগাম কেক ও বুক করতে পারবেন।

পরিবেশবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে ক্যাফে আকাশার পচনশীল খাবারের প্যাকেজিং ১০০ শতাংশ

পুনর্ব্যবহারযোগ্য ও কাগজ-ভিত্তিক। সংস্থার দাবি, এতে ব্লিচ বা অপটিক্যাল ব্রাইটেনিং এজেন্ট (ওবিএ) ব্যবহার করা হয় না। কাঠের কাটলারিও জৈবভাবে পচনশীল।

নতুন মেনুটি আকাশা এয়ারের গোটা নেটওয়ার্কে উপলব্ধ। যাত্রীরা WWW.AKASAAIR.COM, মোবাইল অ্যাপ ও শীর্ষস্থানীয় ট্রাভেল এজেন্টদের মাধ্যমে আগাম খাবার বুক করতে পারবেন।

মানবিক উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু ‘জয়পুর রাগস অ্যানুয়াল সেল ২০২৬’

কলকাতা: হস্তনির্মিত কার্পেট ও গালিচা প্রস্তুতকারক জয়পুর রাগস নিয়ে এলো তাদের বহু প্রতীক্ষিত ‘জয়পুর রাগস অ্যানুয়াল সেল ২০২৬’। কারুশিল্প, নকশা ও বৈচিত্র্যের মেলবন্ধনে সাজানো প্রায় ১০,০০০টিরও বেশি গালিচার অপশনে থাকছে সর্বোচ্চ ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।

তবে এবারের বার্ষিক সেলের পেছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য। প্রতিটি বিক্রির একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা হবে গ্রামীণ ভারতের কন্যাশিশুদের জন্য গঠিত একটি ‘বাইসাইকেল ফান্ড’-এ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় ও বাড়ির মধ্যবর্তী দীর্ঘ দূরত্ব অনেক সময় মেয়েদের পড়াশোনার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একটি সাইকেল সেই দূরত্ব কমিয়ে তাদের সময় ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস জোগাবে।

জয়পুর রাগসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর যোগেশ চৌধুরি বলেন, “সবচেয়ে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন প্রায়শই খুব সাধারণ বিষয়ের মাধ্যমেই ঘটে। শহরে নানা সুযোগ-সুবিধার মাঝে থাকলেও, গ্রামীণ ভারতে একটি সাধারণ সাইকেলের অভাবও শিক্ষার



পথে বড় অন্তরায় হতে পারে। আমরা যদি সেই বাধার কিছুটা অংশও দূর করতে পারি, তবে একটি কার্পেট কেনার আনন্দ এক বৃহত্তর মানবিক উদ্যোগের অংশ হয়ে ওঠে। আমরা এমন বাণিজ্যে বিশ্বাস করি, যা শুধু গৃহকোণ সুন্দর করে না, মানুষের জীবনেও পরিবর্তন আনে।”

এবারের সেলে স্থান পেয়েছে শিল্পীদের নিজস্ব কল্পনায় বোনা বিখ্যাত ‘মাধুগাহা’ সম্ভার, হ্যান্ড-নেটেড ও হ্যান্ড-টাফটেড কার্পেট, ফ্ল্যাট-উইভ এবং ধুরির মতো নান্দনিক কালেকশন। পাশাপাশি ব্রন্ডাও,

জানোয়ার, কবি এবং কনককশন-এর মতো জনপ্রিয় ডিজাইনার সিরিজও এখানে প্রদর্শিত হচ্ছে।

জয়পুর রাগস তাদের এই উৎসবকে কেবল একটি বাণিজ্যিক ছাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য মঞ্চ পরিণত করেছে। কারুশিল্প ও মানবিক মূল্যবোধকে এক সুতোয় বেঁধে প্রতিষ্ঠানটি ক্রেতাদের আশ্বাস জানাচ্ছে এই পরিবর্তনের অংশীদার হতে। বিস্তারিত জানতে ও কেনাকাটা করতে ভিজিট করুন সংস্থার অফিসিয়াল স্টোর বা ওয়েবসাইট।

দুগ্ধ ও পোলট্রি খামারে পশুকল্যাণ নিয়ে উদ্বেগ, সেন্টিয়েন্টের রিপোর্টে একাধিক সমস্যা

কলকাতা: ভারতের দুগ্ধ ও পোলট্রি শিল্পে পশুকল্যাণের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেছে সেন্টিয়েন্টের একাধিক অনুসন্ধান। ছোট দুগ্ধ খামার থেকে শুরু করে প্রায় ২ লক্ষ ডিম পাড়া মুরগি রাখার ক্ষমতাসম্পন্ন বড় পোলট্রি খামারেও নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

দুগ্ধ খামার নিয়ে অনুসন্ধানে চণ্ডীগড়, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ছত্তিশগড়ের ১০০টিরও বেশি খামার পরিদর্শন করা হয়। খামারগুলিতে ১০ থেকে ৫০০টি পর্যন্ত পশু ছিল, গড়ে প্রতি খামারে প্রায় ৫০টি। অনুসন্ধানকারীদের দাবি, সেখানে পশুদের গাধাগাদি করে রাখা, দীর্ঘ সময় বেঁধে রাখা, ক্ষতস্থানের চিকিৎসা না করা, ত্বকের সংক্রমণ এবং বাছুরদের পর্যাপ্ত আশ্রয়ের অভাবের মতো সমস্যা দেখা গিয়েছে।

অন্যদিকে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর ২১টি ডিম উৎপাদনকারী মুরগির খামারে অনুসন্ধান চালানো হয়। খামারগুলিতে প্রায় ৩ হাজার থেকে ২ লক্ষ পর্যন্ত মুরগি রাখার ব্যবস্থা ছিল। সবকটিতেই ব্যাটারি কেজ বা খাঁচাবন্দি পদ্ধতিতে মুরগি পালন করা হত। অনুসন্ধানকারীদের দাবি, সেখানে অতিরিক্ত ভিড়, মুরগির আঘাত, নিজেদের মধ্যে লড়াই, শারীরিক দুর্বলতা এবং নিয়মিত ঠোঁটের অগ্রভাগ কেটে দেওয়ার মতো ঘটনা সামনে এসেছে।

অনুসন্ধানে দুগ্ধ খামারগুলিতে পশুচিকিৎসা পরিষেবা, টিকাকরণ, বিমা ও সরকারি সহায়তার ক্ষেত্রেও ঘাটতির কথা উঠে এসেছে। পাশাপাশি, পোলট্রি খামারগুলিতে জীবাণু সংক্রমণ রোধে জৈব-নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথাযথভাবে

কার্যকর করার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা গিয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কয়েকটি খামারে নিয়মকানুন মেনে চলা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনুসন্ধানকারীরা।

পশ্চিমবঙ্গের দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থা এবং পোলট্রি শিল্পের ক্ষেত্রেও এই রিপোর্টের গুরুত্ব রয়েছে। পশুকল্যাণ নিশ্চিত করা, পর্যাপ্ত পশুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং দায়িত্বশীল উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি, ব্যবসায়ী ও সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যেও এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে খামারগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন, বিদ্যমান নিয়ম ও মানদণ্ডের কঠোর বাস্তবায়ন এবং পশুপালন কেন্দ্রগুলির জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে সেন্টিয়েন্ট।

VIDA নিয়ে এলো ‘বেঙ্গলস #১ শক্তি’

কলকাতা: কলকাতার ঐতিহ্যবাহী কলেজ স্কোয়ার সর্বজনীন দুর্গোৎসবে হিরোর পরিবেশনায় VIDA নিয়ে আসতে চলেছে তাদের বিশেষ উৎসবের ভাবনা—‘বেঙ্গলস #১ শক্তি’। এই যৌথ উদ্যোগে কলেজ স্কোয়ার পার্কে VIDA তুলে ধরবে একটি অভিনব শিল্পকর্ম, যা নতুন ও দৃশ্যমুগ্ধ শক্তির আলোয় মাতৃশক্তিকে নতুন রূপে প্রকাশ করবে। এটি মায়ের শক্তির পেছনে থাকা এক আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শক্তির প্রতীক।

এ বছর কলেজ স্কোয়ার মা দুর্গা আসছেন আলোর রূপে। দীপ্তিময় রেখার কারুকাজে আঁকা মায়ের এই রূপটি সাজানো হয়েছে সরোবরের পাড়ে। মায়ের পাশে রাখা VIDA ব্যাটারির দুটি প্রমাণ আকারের ভাস্কর্য দেখে মনে হয় যেন মা সেখান থেকেই তাঁর শক্তি সঞ্চয় করছেন। প্রতিমার কাঠামোটিতেও জড়িয়ে রয়েছে একটি বিশেষ গল্প; স্থানীয় কারিগররা বাতিল লোহালব্ধ পুনর্ব্যবহার করে এটি গড়ে তুলেছেন। কলেজ স্কোয়ারের সরোবরের পটভূমিতে আলো বলমলে এই শিল্পকর্ম এবং সূর্যাস্তের পর জলে তার প্রতিফলন শক্তির এক চমৎকার আধুনিক রূপ তুলে ধরে, যা বাংলার চিরাচরিত শক্তির সাথে আগামী দিনের সম্ভাবনাকে একসূত্রে বেঁধে দেয়।

‘বেঙ্গলস #১ শক্তি’র এই দুর্গা কেবল পুরনো ঐতিহ্যে বাঁধা দেবী নন, বরং আগামী ভবিষ্যতের প্রতীক। মায়ের



শক্তি যেভাবে বিকশিত হচ্ছে, তা যেন আগামীর রাজপথের জন্য VIDA-র আধুনিক ও দৃশ্যমুগ্ধ শক্তির অঙ্গীকারকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলার শাস্ত্রত শক্তির সাথে পরিচ্ছন্ন শক্তির ভাবনাকে মিলিয়ে এই উপস্থাপনা এমন এক ভবিষ্যতের ছবি আঁকতে প্রস্তুত, যেখানে আগামীর শক্তিতেই সমৃদ্ধ হবে বাংলার এক নম্বর শক্তি। ‘বেঙ্গলস #১ শক্তি’র মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি ও মানুষের সাথে নিজেদের সম্পর্ক আরও গভীর করে তুলছে VIDA। দুর্গাপূজার পুরো উৎসব জুড়েই কলেজ স্কোয়ারে দর্শকদের জন্য এই শিল্পকর্মটি উন্মুক্ত থাকবে।

বাঙালিয়ানার ছোঁয়ায় নাভি মুম্বাইয়ে ৪৭তম শারদোৎসব

কলকাতা: নাভি মুম্বই বাঙালি অ্যাসোসিয়েশন আগামী ১৬ থেকে ২০ অক্টোবর ভাসির সিডকো প্রদর্শনী কেন্দ্রে তাদের ৪৭তম শারদোৎসবের আয়োজন করছে। অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, তাঁদের এবারের ভাবনা, “শারদীয়া-আত্মা থেকে মাটির

টানে”-যা বাঙালির চিরন্তন ঘরে ফেরার আবেগকে তুলে ধরবে। বোধন, পুষ্পাঞ্জলি, সন্ধিপূজা, কুমারী পূজা ও প্রতিদিনের মহাভোগের পাশাপাশি থাকছে জয়ন্তী চক্রবর্তী, রূপঙ্কর বাগচী, অমিত কুমার ও জাভেদ আলির সঙ্গীত পরিবেশনা। দেড় লক্ষ বর্গফুটের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত

প্রাঙ্গণে গঙ্গার মাটি দিয়ে নির্মিত তেরো ফুট উচ্চতার পরিবেশবান্ধব দুর্গাপ্রতিমা হবে মূল আকর্ষণ। সঙ্গে থাকছে বাংলার হস্তশিল্প, শাড়ি, অলঙ্কার, বাঙালি খাদ্যসম্ভার এবং ঐতিহ্যবাহী পোশাকের ফ্যাশন শো, ধুনুচি নৃত্য, শব্ধধ্বনি ও উল্লুধ্বনি প্রতিযোগিতা।



চেক ডে ২০২৬-এ জাওয়া ইয়েজদির বিশেষ উদযাপন

কলকাতা: নয়াদিল্লিতে চেক গণতন্ত্রের দূতাবাসে চেক ডে ২০২৬ উপলক্ষে নিজেদের প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্য উদযাপন করল জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলস। ১৯২৯ সালে প্রাগে যাত্রা শুরু করা সংস্থাটি আজও ভারতের বিভিন্ন প্রজন্মের বাইকপ্রেমীদের কাছে জনপ্রিয়। জাওয়ার প্রথম মোটরসাইকেল জাওয়া ৫০০ ওএইচটি -এর পর

সালে প্রত্যাবর্তনের পর জাওয়া ৪২ ভারতে আধুনিক ক্লাসিক মোটরসাইকেলের বিভাগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বর্তমানে জাওয়া অল স্টারস সিরিজে রয়েছে জাওয়া ৪২, জাওয়া ৪২ এফজে এবং জাওয়া ৪২ ববার।

ক্লাসিক লেজেভসের সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুপম খারেরা বলেন, “চেক ডে জাওয়ার প্রায় এক শতাব্দীর ঐতিহ্য উদযাপন এবং

ভারতে সংস্থার যাত্রা ফিরে দেখার সুযোগ দেয়। জাওয়া ৪২ শুধু আধুনিক ক্লাসিক মোটরসাইকেলের বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেনি, নতুন প্রজন্মের চালকদের

কাছে জাওয়ার স্বতন্ত্র পরিচয়ও তুলে ধরেছে। জাওয়া শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতি নয়; বর্তমান প্রজন্মের চালকদের জন্য সেই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এর লক্ষ্য।”

চেক ডে ২০২৬-এ জাওয়ার অংশগ্রহণ সংস্থার ঐতিহাসিক শিকড় ও ভারতের পরিবর্তনশীল মোটরসাইকেল সংস্কৃতির যোগসূত্র তুলে ধরেছে। নিজস্ব ঐতিহ্য বজায় রেখে বর্তমান প্রজন্মের চাহিদা অনুযায়ী মোটরসাইকেল তৈরিতে মনোযোগী জাওয়া।



১৯৩২ সালে বাজারে আসে হালকা ও জনপ্রিয় জাওয়া ১৭৫। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি জাওয়া পেরাক এবং স্বয়ংক্রিয় ক্লাচ ব্যবস্থার মতো উদ্ভাবন মোটরসাইকেলের ইতিহাসে সংস্থাটির পরিচিতি আরও মজবুত করে।

১৯৬০ সালে ইন্ডিয়াল জাওয়ার হাত ধরে ভারতে জাওয়ার যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সংস্থার মোটরসাইকেল ভারতীয় বাইক সংস্কৃতি, মোটরস্পোর্টস ও চলচ্চিত্রের অংশ হয়ে ওঠে। ২০১৮

নতুন প্রযুক্তির সন্ধানে জেএসডব্লিউ এমজি ৬.০, বিজয়ী আট স্টার্টআপ

কলকাতা: গাড়ি ও পরিবহণ শিল্পে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করতে এমজি ডেভেলপার প্রোগ্রামের ষষ্ঠ সংস্করণের আট বিজয়ীর নাম ঘোষণা করল জেএসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া। নির্বাচিত উদ্যোগগুলি হল নয়ন টেকনোলজিস, টেকনোডিচ.এআই, লাইভএনসেন্স, এলডব্লিউ৩, অ্যাকুইক্স সলিউশনের স্মার্টব্র্যান্ড, ফিটসল, কশিও এবং মেটা মেটেরিয়ালস সার্কুলার মার্কেট।

এবারের মূল ভাবনা ছিল ‘গাড়ি শিল্পে উদ্ভাবন’। পরিবহণ, উৎপাদন, গ্রাহক পরিষেবা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং শিল্পক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে নতুন সমাধান তুলে ধরার আহ্বান জানানো হয়েছিল। বিজয়ী উদ্যোগগুলি আগামী কয়েক মাসে সংস্থা ও তার সহযোগীদের সঙ্গে কাজ করবে। তাদের প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক প্রকল্প এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হবে।

MGDP সিজন ৬.০-এর অধীনে JSW MG-র অধিকর্তা অনুরাগ

মেহরোত্রা বলেন, পরিবহণ, তথ্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দ্রুত একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রগুলিকে একসূত্রে যুক্ত করে বাস্তব সমস্যার



সমাধান করতে পারে, এমন উদ্ভাবকদের হাত ধরেই গাড়ি শিল্পের পরবর্তী পরিবর্তন আসবে। নতুন উদ্যোগগুলিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভাবনী ভাবনা বাস্তবায়নের সুযোগ করে দিতে এমজি ডেভেলপার প্রোগ্রাম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান

তিনি।

ভারত সরকারের শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য উন্নয়ন দফতর, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, জেএসডব্লিউ,

বিজয়ী উদ্যোগগুলির প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে সড়কের তথ্য বিশ্লেষণ, ভারী শিল্পে এআই-এর ব্যবহার, বৈদ্যুতিক গাড়ির ব্যাটারি সরবরাহ ব্যবস্থায় এআই ও ব্লকচেইনের প্রয়োগ, গ্রাহকদের মতামত বিশ্লেষণ, সরবরাহ ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং পরিবহণ-সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ। পাশাপাশি, গাড়ি শিল্পে পুনর্ব্যবহার বাড়াতে ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার উদ্যোগও রয়েছে।

২০১৯ সালে চালুর পর থেকে এই কর্মসূচিতে সংযুক্ত পরিবহণ ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক গাড়ি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ভবিষ্যতের গাড়ি প্রযুক্তি নিয়ে ১,৬৮০টিরও বেশি আবেদন জমা পড়েছে। নতুন উদ্যোগগুলিকে প্রযুক্তি যাচাই, উন্নত করা এবং পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগের সুযোগ দিয়ে ভারতের পরিবহণ প্রযুক্তির বিকাশে ভূমিকা রাখছে এমজি ডেভেলপার প্রোগ্রাম।

স্বাস্থ্যসচেতন পণ্যের সম্ভার বাড়ছে পেপসিকো

কলকাতা: ভারতীয় ক্রেতাদের পরিবর্তিত চাহিদা ও স্বাস্থ্যসচেতনতার কথা মাথায় রেখে খাদ্য ও পানীয়ের পণ্যের সম্ভার বাড়ছে পেপসিকো ইন্ডিয়া। পছন্দের স্বাদ বজায় রেখে পণ্যের উপাদান ও প্রস্তুতপ্রণালীতে পরিবর্তন, নতুন পণ্য এবং বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি পুষ্টিগুণ সম্পর্কে আরও স্বচ্ছ তথ্য দিচ্ছে সংস্থাটি।

বর্তমানে পেপসিকো ইন্ডিয়ার পানীয়ের ৭০ শতাংশেরও বেশি শূন্য-চিনিযুক্ত অথবা মাঝারি ক্যালোরিযুক্ত। আগামী দিনে এই হার ধাপে ধাপে ৯০-১০০ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এই উদ্যোগে রয়েছে সুগার, গোটোরড জিরো এবং নিমুজ। খাদ্যপণ্যের ক্ষেত্রে ২০২৬ সালে

কোয়েকারকে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে এর প্রোটিন, আঁশ ও গোটো শস্যের পুষ্টিগুণ আরও স্পষ্ট হয়। রেড রক ডেলির বেক করা জলখাবারে ৪০ শতাংশ কম চর্বি রয়েছে। পাশাপাশি, জোয়ার দিয়ে তৈরি কুরকুরে জোয়ার পাকফস ভারতের কৃষি ঐতিহ্যকে তুলে ধরছে। লে'জ, কুরকুরে, ডোরিটোস, চিটোস, আক্সল চিপস, কোয়েকার ও রেড রক ডেলি-সহ সংস্থার সমস্ত প্যাকেটজাত জলখাবারের ব্র্যান্ডের পণ্যে কৃত্রিম স্বাদবর্ধক বা রং ব্যবহার করা হয় না।

পণ্যের প্যাকেটে ক্যালোরি, প্রতি পরিবেশনের পরিমাণ এবং গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত দৈনিক চাহিদার কতটা পূরণ হচ্ছে, সেই তথ্যও দেওয়া হয়।

পেপসিকো ইন্ডিয়া ও দক্ষিণ

এশিয়ার প্রধান কর্পোরেশন বিবিসিক আধিকারিক এবং স্থায়িত্ব বিভাগের প্রধান ইয়াশিকা সিং বলেন, “ক্রেতাদের পরিবর্তিত পছন্দ বোঝা এবং তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্প দেওয়া আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসচেতন পছন্দকে সহজ করে তোলা শুধু আমাদের দায়িত্ব নয়, উদ্ভাবন ও ব্যবসায়িক বুদ্ধিরও অংশ। কম চিনিযুক্ত ও চিনিমুক্ত পানীয় থেকে শুরু করে গোটো শস্য ও বাজরার মতো উপাদানে তৈরি জলখাবার—আমরা স্বাদ ও



খাওয়ার আনন্দ বজায় রেখেই বিকল্প বাড়ানো। আমাদের লক্ষ্য, ভারতের বৈচিত্র্যময় খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রেতাদের আরও বেশি পছন্দের সুযোগ দেওয়া।”

সংস্থার এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল, ভারতীয় ক্রেতাদের পরিবর্তিত স্বাদ, জীবনযাত্রা ও চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচিত পণ্যের উন্নয়ন এবং নতুন বিকল্প তৈরি করা।

মাত্র ৭১ টাকায় ঘরে বসে পান কলকাতার বিখ্যাত মণ্ডপের ভোগ সৌজন্যে সুইগি

কলকাতা: এই দুর্গা পূজায় মাত্র ৭১ টাকা টোকেন মূল্যে আপনার হাতে পৌঁছে যাবে পূজোর ভোগ, সঙ্গে থাকবে প্রতিটি মণ্ডপের ঐতিহ্য ও বিশেষ স্বাদ। এবছরও কলকাতার ২০টি জনপ্রিয় এবং প্রখ্যাত পূজো মণ্ডপের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশেষ পূজোর ভোগের অভিজ্ঞতা বিলাতে হাজির সুইগি। মাত্র ৭১ টাকা প্রতীকী মূল্যে সুইগি নিয়ে আসছে বিশেষভাবে সাজানো পূজোর ভোগের বাস্ক যাকে থাকবে পূজোর অনুষ্ঠান, সিঁদুর এবং মা দুর্গার একটি মাটির প্রতিমা, সঙ্গে মণ্ডপগুলোর ঐতিহ্যবাহী নানা পদ যেমন আলু ফুলকপি, খিচুড়ি, ছোলার ডাল, বাসন্তী পোলাও ও পায়স। এই উদ্যোগে অংশ নেওয়া পূজো কমিটিগুলোর মধ্যে রয়েছে দমদম পার্ক ভারত চক্র, সন্তোষপুর লেক পল্লি, ৬৬ পল্লি দুর্গাপূজা এবং বোসপুকুর শীতলা মন্দির। ১৮ অক্টোবর থেকে এই পূজোর ভোগ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি সুইগি চালু করেছে তাদের



বিশেষ ইন-অ্যাপ প্রচারণা ‘সেরা পূজো’, যার মাধ্যমে গ্রাহকেরা তাদের পছন্দের মণ্ডপকে ভোট দিতে পারবেন। স্ক্রুটি ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনে তৈরি হয়েছে সুইগির ‘সেরা পূজো’ অভিযান। ১৬ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে গ্রাহকেরা সুইগি অ্যাপে তাদের প্রিয় মণ্ডপকে ভোট দিয়ে ১০০ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার জেতার সুযোগ পাবেন। কলকাতার ৫০টিরও বেশি মণ্ডপের ইতিহাস, প্রতিমার বিশেষ ছবি ও বিস্তারিত তথ্য দিয়ে অ্যাপে প্রোফাইল সাজানো হয়েছে। এই সুবিধার মাধ্যমে প্রবীণ মানুষ এবং যারা সশরীরে মণ্ডপে যেতে পারছেন না, তারা ঘরে বসেই পূজোর আমোজ উপভোগ করতে পারবেন।

কলকাতা: স্টেলান্টিস ভারতে তাদের ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের নতুন ধাপের সূচনা করল। ফাস্টলেন ২০৩০ কৌশলের অধীনে জিপ এবং সিট্রোয়েনের আগামী তিন বছরে ভারতীয় বাজারে ১২টি নতুন গাড়ি আনবে, যার মধ্যে ৭টি সম্পূর্ণ নতুন মডেল এবং ৫টি প্রধান আপডেট রয়েছে। এই তালিকায় থাকবে বিভিন্ন আকারের এসইউভি, এমপিভি, একটি এ-সেগমেন্টের ছোট গাড়ি এবং একটি প্রিমিয়াম পিকআপ। এই নতুন রূপরেখার প্রথম গাড়িটি ২০২৭ সালের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে বাজারে আসার কথা রয়েছে।

এই পরিকল্পনার পেছনে আগামী তিন বছরে নতুন করে প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ

ভারতে স্টেলান্টিসের ₹১৫,০০০ কোটি পর্যন্ত বিনিয়োগ এবং ১২টি নতুন গাড়ির রূপরেখা

করা হবে, যার ফলে ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে স্টেলান্টিসের মোট বিনিয়োগ পৌঁছাবে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকায়। এতে থাকবে জিপের ৫টি এবং সিট্রোয়েনের ৭টি গাড়ি। ক্যালেন্ডার বছর ২০২৬-এর দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতে স্টেলান্টিসের ব্যবসা ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছে এবং

সিট্রোয়েনের বিক্রি গত বছরের তুলনায় বেড়েছে ৬৮%।

স্টেলান্টিস এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের চিফ অপারেটিং অফিসার তিয়ানশু শিন জানান, ভারতের বাজার তাদের কাছে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিশ্রুতির প্রতীক। ফাস্টলেন ২০৩০-এর মাধ্যমে তারা ভারতে উৎপাদন,

সফটওয়্যার ও ইঞ্জিনিয়ারিং দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে আরও প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসা গড়ে তুলতে প্রস্তুত। স্টেলান্টিস ইন্ডিয়ার সিইও এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর শৈলেশ হাজেলা বলেন, নতুন এই ১২টি মডেল ভারতীয় ক্রেতাদের পছন্দের পরিধি বাড়াবে।

নতুন গাড়িগুলিতে জ্বালানী সাশ্রয়ী ইঞ্জিন, হাইব্রিড এবং সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পাশাপাশি ৯০% পর্যন্ত স্থানীয় যন্ত্রাংশ ব্যবহারের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মহারাষ্ট্রের রঞ্জনগাঁও এবং তামিলনাড়ুর তিরুভান্থুর ও হোসুরে স্টেলান্টিসের তিনটি কারখানা রয়েছে, যেখান থেকে বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে যানবাহন ও যন্ত্রাংশ রপ্তানি করা হয়।



শিলিগুড়িতে ‘BHARAT KI SMART RIDE’ নিয়ে এলো অ্যাম্পিয়ার

শিলিগুড়ি: দুর্গাপূজা ও দশেরার এই উৎসবের মরসুমে শিলিগুড়ির গ্রাহকদের জন্য অ্যাম্পিয়ার নিয়ে এল তাদের ‘BHARAT KI SMART RIDE’। ঘুঙমালি মেন রোডে নতুন এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার রাজ অটোমোবাইলস উদ্বোধনের পাশাপাশি বাজারে এল অ্যাম্পিয়ার NEXUS EX+ এবং ইন্টেলিগ্যাক যুক্ত MAGNUS GMAX।

এই সম্ভারের মূল আকর্ষণ অ্যাম্পিয়ার NEXUS EX+, যা ৫ কিলোওয়াট মোটরে চালিত এবং প্রতিকূল রাস্তায় কার্যক্ষমতা প্রমাণ করেছে। MAGNUS GMAX নিশ্চিত করেছে কার্যকারিতা, কানেক্টেড প্রযুক্তি ও সাশ্রয়ী দামের মেলবন্ধন। MAGNUS নিও নজর দিয়েছে আরামদায়ক সফরের ওপর। তরুণ প্রজন্ম ও কলেজপড়াদারের জন্য সম্প্রতি আনা হয়েছে অ্যাম্পিয়ার REO VYB। NEXUS EX+ ও MAGNUS GMAX মডেলে থাকা NXG, IO চালিত ইন্টেলিগ্যাক অ্যাম্পিয়ার কানেক্ট অ্যাপের সাহায্যে ক্রুজ কন্ট্রোল, হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট, ফাইন্ড মাই স্কুটার এবং



টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন সহ ৩০টিরও বেশি স্মার্ট সুবিধা দেয়। উন্নত LFP ব্যাটারি প্রযুক্তির সঙ্গে পাঁচ বছর বা ৭৫,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ব্যাটারি ওয়ারেন্টি গ্রাহকদের প্রতিদিনের যাত্রায় ভরসা জোগায়।

অ্যাম্পিয়ারের ‘BHARAT KI SMART RIDE’ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে কঠোর পরীক্ষার মাধ্যমে তৈরি। সম্প্রতি MAGNUS GMAX অরুণাচল প্রদেশের ডং ভ্যালি থেকে কচ্ছের গুহার মোতি পর্যন্ত পাহাড়ি ও মরু অঞ্চলের প্রায় ৪,০০০ কিলোমিটার পথ ১৫ দিনে সফলভাবে অতিক্রম করেছে। NEXUS প্ল্যাটফর্ম কল্লি হিলসের ৭০টি হেয়ারপিন বাঁক পেরিয়ে ১৩,২০০ ফুট উঁচুতে শিপকি লা পাস জয় করেছে।

চাকরি ছাড়ার হার বাড়লেও স্থিতিশীল বেতন বৃদ্ধি, জানাল AON

কলকাতা: প্রখ্যাত পেশাদার পরিষেবা সংস্থা AON PLC-এর বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এবং অ্যাপ্রিশন সমীক্ষা অনুসারে, ২০২৭ সালে ভারতে কর্মীদের বেতন গড়ে ৯.১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ৪৫টি ভিন্ন শিল্পের ১,২০০-এর বেশি প্রতিষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে তৈরি এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিশ্বব্যাপী প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ২০২৬ সালের প্রকৃত ৯ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেতন পরিকাঠামো বেশ স্থিতিশীল রয়েছে। এর মধ্যে নন-ব্যর্থিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা NBFC-তে সর্বোচ্চ ১০.১ শতাংশ, শক্তি ক্ষেত্রে ৯.৯ শতাংশ এবং রিয়েল এস্টেট ও পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ৯.৮ শতাংশ বেতন বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে একই সঙ্গে ২০২৬ সালে কর্মীদের চাকরি ছাড়ার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ শতাংশে, যা যোগ্য প্রতিভার তীব্র প্রতিযোগিতার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ায় কর্মক্ষেত্রেও বড় বদল আসছে। প্রায় ৬০ শতাংশ নিয়োগকারী সংস্থা কর্মীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ করে তোলায় জোর দিচ্ছে এবং এআই, মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রগুলোতে কর্মীদের বেতন প্রিমিয়াম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। AON-এর ট্যালেন্ট সলিউশনস ইন্ডিয়ান পার্টনার রূপান্তর চৌধুরী জানান, অভ্যন্তরীণ শক্তিশালী চাহিদা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে সংস্থাগুলো ব্যয় নিয়ন্ত্রণে রেখেও উপযুক্ত দক্ষতায় জোর দিয়ে বিনিয়োগ করতে পারছে। অন্যদিকে সংস্থার সহযোগী অংশীদার অমিত কুমার ওতওয়ানি ওয়েজ কোড বাস্তবায়নের বিষয়ে জোর দিয়ে জানান যে ৬৫.৪ শতাংশ সংস্থা ইতিমধ্যে আইন মেনে প্রস্তুতি নিলেও অনেকের ব্যয় বাড়বে, যার জন্য সময়মতো সমন্বিত কৌশল নেওয়া আবশ্যিক। সব মিলিয়ে ২০২৭ সালে ভারতের কর্মক্ষেত্রে বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তি ও নিয়মকানুনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে চলবে।

ব্যবসা ও জীবনশৈলী

উৎসবের মরসুমে জাওয়া ইয়েজদি কিনলে, ১০০% ফাইন্যান্সিং সুবিধা

কলকাতা: এই উৎসবের মরসুমে গ্রাহকদের কাছে পছন্দের মোটরবাইক কেনার সুযোগ আরও সহজ করতে বিশেষ ফাইন্যান্সিং সুবিধা নিয়ে এসেছে জাওয়া ইয়েজদি মোটরসাইকেলস। উৎসবের এই বিশেষ অফারের আওতায় বাইকপ্রেমীদের স্বপ্ন পূরণের পথকে মসৃণ করতে একগুচ্ছ ফ্লেক্সিবল ফাইন্যান্সিং প্ল্যান চালু করা হয়েছে। গ্রাহকরা ১০০ শতাংশ পর্যন্ত ফাইন্যান্সিং এবং শূন্য ডাউন পেমেন্টের সুবিধা পাবেন, ফলে বাইক কেনার প্রাথমিক খরচের চাপ অনেকটাই কমে যাবে। এর পাশাপাশি ৭২ মাস পর্যন্ত মেয়াদের সুবিধা এবং মাত্র ৫.৯৯ শতাংশ থেকে শুরু সুদের হারের মাধ্যমে বিস্তৃত গ্রাহকগোষ্ঠীর কাছে বাইকের মালিকানা আরও সহজলভ্য করে তোলা হয়েছে।

এই ফাইন্যান্সিং সিস্টেমে রাখা হয়েছে দ্রুত ঋণ অনুমোদনের ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা হবে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছন্দ্যময়। উপযুক্ত গ্রাহকদের জন্য রয়েছে ‘বাই নাও পে লেটার’ সুবিধা, যা উৎসবের কেনাকাটায় বাড়তি স্বস্তি দেবে। নির্দিষ্ট কিছু ক্ষিমে হাইপোথেকেশন মুক্ত সুবিধাও মিলবে। এছাড়া মাহিন্দা গ্রুপ-এর কর্মীদের জন্য রয়েছে বিশেষ সুবিধা। সব মিলিয়ে জাওয়া, ইয়েজদি

বা বিএসএ মোটরবাইক কেনার স্বপ্ন পূরণ করতে ক্রেতারা এখন নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী নানা সুযোগ বেছে নিতে পারবেন।

ক্লাসিক লেজেন্ডস-এর কো-ফাউন্ডার অনুপম খারোজা জানান, বহু বাইকপ্রেমীর কাছে একটি জাওয়া, ইয়েজদি বা বিএসএ কেনার অর্থ কেবল একটি মোটরবাইক ঘরে তোলা নয়,



এটি একটি স্বতন্ত্র বাইকিং সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠা। এই উৎসবের মরসুমে সহজ ও ফ্লেক্সিবল ফাইন্যান্সিংয়ের মাধ্যমে সেই স্বপ্ন পূরণকে আরও সহজ করে তোলা হয়েছে। এই অফারগুলির মূল লক্ষ্য হলো বাইক কেনার প্রথম ধাপ অর্থাৎ ফাইন্যান্সিংকেই সহজ করে তোলা।

দেশে এলো HAIER M3 সিরিজ ওয়াশিং মেশিন

কলকাতা: বিশ্বজুড়ে গৃহস্থালি যন্ত্রপাতির শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ড হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়া দেশে প্রিমিয়াম লন্ডি পরিষেবায় নতুন মাত্রা যোগ করতে নিয়ে এলো HAIER M3 সিরিজ ওয়াশিং মেশিন।

‘এলিভেট উইথ হায়ার’ অনুষ্ঠানে লঞ্চ হওয়া এই মডেলটি ভারতের একমাত্র ট্রিপল ড্রাম ওয়াশিং মেশিন, যাতে রয়েছে এআই মাল্টি ওয়াশ প্রযুক্তি। প্রচলিত সিঙ্গেল-ড্রাম ধারণার বাইরে এসে এতে তিনটি স্বতন্ত্র ড্রাম দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাপড় একই সময়ে আলাদাভাবে কাচা সম্ভব। এতে যেমন স্বাস্থ্যবিধি বজায় থাকে, তেমনই সময়, বিদ্যুৎ ও জলের অপচয় রোধ হয়।

নতুন এই প্রযুক্তির বিষয়ে হায়ার অ্যাপ্লায়েন্সেস ইন্ডিয়ান সিইও মি. এনএস সতীশ জানান, গ্রাহকদের পরিবর্তনশীল জীবনযাত্রার কথা

মাথায় রেখেই আধুনিক উদ্ভাবন তৈরি করে হায়ার। HAIER M3 সিরিজ আধুনিক ভারতীয় পরিবারের কাপড়ের বিশেষ যত্ন, এআই চালিত বুদ্ধিমত্তা এবং অনন্য স্বচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করে প্রিমিয়াম হোম

ড্রাম দুটি আদর্শ, আর মূল ড্রামে দৈনন্দিন পোশাক ধোয়া যায়। এতে ব্যবহৃত এআই স্মার্ট সেন্টার স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড়ের ওজন বুঝে সঠিক পরিমাণ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করে।



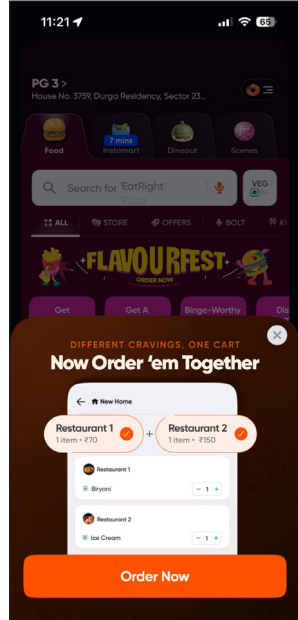
অ্যাপ্লায়েন্সেস বিভাগে নতুন মানদণ্ড তৈরি করেছে।

১২ কেজি মোট ধারণক্ষমতার এই মেশিনে রয়েছে দুটি ১ কেজির ড্রাম এবং একটি ১০ কেজির মূল ড্রাম। শিশুর পোশাক, অন্তর্বাস বা সংবেদনশীল কাপড়ের জন্য ছোট

এছাড়া এসেস ওয়াশ ও কুইক ক্লিন মোড কম সময়ে নিখুঁত পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করে। তিনটি ডিরেক্ট মোশন মোটর এবং ট্রিপল ড্রাম ডায়নামিক ব্যালেন্সের কারণে এটি নিঃশব্দে ও অত্যন্ত মসৃণভাবে চলে।

HAIER M3 সিরিজের দাম ধার্য করা হয়েছে ₹১,৩০,০০০। এতে ৪ বছরের সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি ও মোটরে ১২ বছরের ওয়ারেন্টি মিলবে। মডেলটি দেশজুড়ে বিভিন্ন রিটেইল আউটলেট এবং হায়ার ইন্ডিয়ান নিজস্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

এবার সুইগি-তে মিলবে ‘মাল্টি রেস্টোরাঁ অর্ডারিং’



কলকাতা: সুইগি অ্যাপে চালু হলো ‘মাল্টি রেস্টোরাঁ অর্ডারিং’ সুবিধা, যার মাধ্যমে ইউজাররা পছন্দের সঙ্গে আপস না করে সর্বোচ্চ পাঁচটি ভিন্ন রেস্টোরাঁ থেকে একবারে খাবার অর্ডার করতে পারবেন। ফলে বারবার প্ল্যাটফর্ম ফি দেওয়ার ঝামেলা মিটবে এবং খরচও বাঁচবে।

পারিবারিক আড্ডা বা উৎসবের দিনগুলিতে সবার ভিন্ন পছন্দের কথা ভেবে স্টার্টার, মূল খাবার ও মিষ্টি আলাদা রেস্টোরাঁ থেকে একসঙ্গে অর্ডার করার সুবিধা মিলবে এই অ্যাপে। এটি ঘরে বসেই ফুড কোর্টের মতো অভিজ্ঞতা দেবে, যেখানে একাধিক কার্ট তৈরি ও পাশাপাশি রেখে তুলনা করা যাবে। বারবার ওটিপি বা পেমেন্ট প্রক্রিয়া ছাড়াই একবারে অর্থ পরিশোধ করে সর্বোচ্চ পাঁচটি রেস্টোরাঁ থেকে অর্ডার দেওয়া যাবে। প্রতিটি রেস্টোরাঁর খাবার আলাদাভাবে প্রস্তুত ও সরবরাহ হবে এবং একই স্ক্রিনে আলাদা ট্যাবে ট্র্যাক করা যাবে।

সুইগি ফুড মার্কেটপ্লেসের চিফ বিজনেস অফিসার সিদ্ধার্থ ভাকু জানান, যেকোনো উদযাপনে সবার ঘরেই ফুড কোর্টের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছেন। একক পেমেন্টের মাধ্যমে গ্রাহকেরা আপস না করে ভিন্ন রেস্টোরাঁ ও রন্ধনশৈলী মিলিয়ে নিজেদের মনের মতো পদ উপভোগ করতে পারবেন।

সবার ভিন্ন স্বাদের কারণে প্রায়ই পছন্দের খাবারে আপস করতে হয়। সুইগির সমীক্ষা অনুযায়ী, ৫৫% গ্রাহক একাধিক কার্ট বানান এবং প্রতি পাঁচজনে একজন ৩০ মিনিটের মধ্যে পুনরায় অর্ডার দেন। বারবার অর্ডার ও কার্ট বাতিলের সমস্যা মেটাতে ৭২০টির বেশি শহরে সুইগি নিয়ে এসেছে ‘মাল্টি রেস্টোরাঁ অর্ডারিং’, যা সকলের জন্য খাবার উপভোগ করা আরও সহজ করে তুলেছে।

১৬ অক্টোবর থেকে দেশজুড়ে কোটাকের রেস্টুরেন্ট উইক ইন্ডিয়া উদযাপন

কলকাতা: কোটাক মাহিন্দা ব্যাংকের কোটাক সলিটেয়ারের সহযোগিতায় দ্য ডাইনিং কালেকটিভ আয়োজিত রেস্টুরেন্ট উইক ইন্ডিয়া এবার দেশজুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এপ্রিলে তিনটি শহরে প্রথম আসর সফল হওয়ার পর এই ফুড ফেস্টিভালের দ্বিতীয় সংস্করণ অর্থাৎ ‘অটাম এডিশন’ আগামী ১৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত দেশের দশটি শহরে চলবে। দীর্ঘ ১৭ দিনের এই খাদ্যাৎসবে অংশ নিচ্ছে ১০০টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় রেস্টোরাঁ। আগের এডিশনে ৬,০০০-এর বেশি খাদ্যরসিক যোগ দিয়েছিলেন এবং রেস্টোরাঁগুলোর আয় হয়েছিল ২১ কোটিরও বেশি



সেই বিপুল চাহিদার কথা মাথায় রেখেই এবার ব্যাপ্তি আরও বাড়ানো হয়েছে।

এই উৎসবে প্রি-ফিক্সড তিন কোর্সের মেনু পরিবেশন করা

হবে। সেখানে মধ্যাহ্নভোজ শুরু হচ্ছে ২১,৩০০ থেকে এবং নৈশভোজ মিলবে ২১,৬০০ থেকে ২২,২০০-এর মধ্যে, সঙ্গে প্রযোজ্য কর। পাশাপাশি থাকছে বিশেষ

ওয়ান সার্ভিস ওনলি সান্দ্যকালীন আয়োজন, যেখানে নির্বাচিত বার ও রেস্টোরাঁগুলো বিশেষ তিন কোর্সের পদ পরিবেশন করবে। সব বুকিং জেলাভিত্তিক ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপের মাধ্যমে প্রিপেইড পদ্ধতিতে করতে হবে।

কোটাক মাহিন্দা ব্যাংকের সব ক্রেডিট কার্ড গ্রাহকেরা ১৫ অক্টোবর সাধারণ বুকিং শুরুর আগে ১৩ ও ১৪ অক্টোবর ৪৮ ঘণ্টার প্রায়োরিটি বুকিং সুবিধা পাবেন। এছাড়া কোটাক সলিটেয়ার গ্রাহকরা পাবেন অংশগ্রহণকারী রেস্টোরাঁয় একটি অতিরিক্ত বিশেষ পদ এবং ওয়ান সার্ভিস ওনলি ইভেন্টে সবার আগে অংশ নেওয়ার সুযোগ।

কোটাক মাহিন্দা ব্যাংকের

এবার পুজোয় বিঙ্গো! টেড়ে মেড়ে-এর সঙ্গে চলুন আবোলন তাবোল-এর দুনিয়ায়

শিলিগুড়ি: সুকুমার রায়ের কালজয়ী সৃষ্টি আবোল তাবোল-এর অদ্ভুত ও খেয়ালি দুনিয়া যদি দুর্গাপূজার মহোৎসবে মিশে যায়, তবে কেমন হবে? রাজডাঙ্গা নব উদয় সংঘের পূজা মণ্ডপে ‘আবোল তাবোল আড্ডাখানা’ গড়ে তুলে এই অনন্য যুগলবন্দি নিয়ে এসেছে বিঙ্গো! টেড়ে মেড়ে। বাঙালি পাঠকের কাছে আবোল তাবোল মানেই হকভাঙা কল্পনা, মজার চরিত্র ও অদ্ভুত সব ছন্দ। ঠিক একইভাবে বিঙ্গো! টেড়ে মেড়ের অসমান ও বাঁকানো রূপও প্রচলিত রীতির বাইরে এক ভিন্ন স্বাদ এনে দেয়। সেই মিল থেকেই পূজা প্রাঙ্গণে তৈরি হয়েছে এই ব্যতিক্রমী আবহ।

টলিউড অভিনেত্রী দিত্তিপ্রিয়া রায় এই আড্ডাখানার উদ্বোধন করেন। বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে হুকোমুখো হ্যাংলা, কুমড়াপটাস, হাঁসজারু, রামগরুড়ের ছানা, কাঁচুকুতু বুটো, বকচ্ছপ ও গঙ্গারামের মতো জনপ্রিয় চরিত্ররা ভিড় করেছে মণ্ডপ চত্বরে। চারপাশের বাঁকানো কাঠামো, অদ্ভুত আয়না ও বিশেষ চাট স্টলে বিঙ্গো! টেড়ে মেড়ের স্বাদে তৈরি খাবার পুরো পরিবেশকে জীবন্ত করে তুলেছে। এটি শুধু দেখার জায়গা নয়, বরং দর্শকদের অংশ নেওয়ার এক



উৎসবমুখর আয়োজন। এর মধ্যে ‘ধুনুচি ধুমধাক্কা, ঢাকের তালে টেড়ে মেড়ে’ খেলাটি বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের জন্য তৈরি করেছে প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি কৌতুকপূর্ণ অভিনয়, দেওয়ালচিত্র ও পথচিত্র দর্শকদের আনন্দে ভরিয়ে রাখছে। নতুন প্রজন্মের জন্য যুক্ত হয়েছে এআই প্রযুক্তি নির্ভর ‘নাম ডাক জোন’, যেখানে দর্শকেরা নিজেদের আবোল তাবোলের চরিত্রের রূপ দিয়ে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করতে পারছেন।

উদ্যোগটি নিয়ে আইটিসি

লিমিটেডের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব মার্কেটিং অতুল পূজার জানান, সাধারণ উপাদান ভেঙে নতুন কিছু সৃষ্টি করাই বিঙ্গো! টেড়ে মেড়ের বিশেষত্ব, যা আবোল তাবোলের হকভাঙা ভাবনার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায়। অভিনেত্রী দিত্তিপ্রিয়া রায় বলেন, আবোল তাবোল আমাদের শৈশবের অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে মণ্ডপে এভাবে চরিত্রদের মাঝে হেঁটে বেড়ানো, খেলা ও ঢাকের আবহে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ তৈরি করে। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে পূজা উদযাপনে এটি দারুণ এক অভিজ্ঞতা।

‘এমজি উইন্ডসর ইনডালজ এডিশন’ লঞ্চে ঘোষণা জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া

কলকাতা: জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়া আজ তাদের জনপ্রিয় ইলেকট্রিক গাড়ি এমজি উইন্ডসর-এর নতুন সংস্করণ ‘এমজি উইন্ডসর ইনডালজ এডিশন’ বাজারে আনার কথা ঘোষণা করেছে। ভারতে এই প্রিমিয়াম গাড়িটির এক্স-শোরুম দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭,৯৯,৮০০ টাকা। ৩৮ কিলোওয়াট-আওয়ার ব্যাটারি প্যাকযুক্ত এই বিশেষ সংস্করণটি ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতা ও ২০০ নিউটন মিটার টর্ক তৈরি করতে সক্ষম এবং একবার সম্পূর্ণ চার্জে এটি ৩৩২ কিলোমিটার পর্যন্ত পথ অতিক্রম করতে পারে।



নতুন এই সংস্করণে বিশেষ ডুয়াল-টোন ডিজাইন আনা হয়েছে, যেখানে শ্যাডো গোল্ড বডি রঙের সঙ্গে রয়েছে কালো ছাদ। এছাড়া বাইরের অংশে আকর্ষণ বাড়াতে যুক্ত করা হয়েছে ব্ল্যাক ওয়ার্ডিং, ১৮ ইঞ্চির ব্ল্যাক

এর সঙ্গে গ্রাহকদের জন্য সানশেড, থ্রি-ডি ম্যাট, ক্রোম অ্যাকসেন্ট ও লেদার কি কভারের বিশেষ অ্যাক্সেসরিজ প্যাকেজ রয়েছে। পাশাপাশি ১৩৫ ডিগ্রি পর্যন্ত হেলানো যায় এমন আরামদায়ক অ্যারা লাউঞ্জ

সিট এবং ১৫.৬ ইঞ্চির গ্র্যান্ডভিউ টাচ ডিসপ্লে কেবিনের অভিজাত্য বহুগুণ বাড়িয়ে তুলেছে।

এই উদ্বোধনে জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার চিফ কমার্শিয়াল অফিসার বিনয় রায়না জানান যে, এমজি উইন্ডসর ভারতের বৈদ্যুতিক যানবাহনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং বহু দ্বিধাগ্রস্ত ক্রেতাকে ইতি বেছে নিতে উৎসাহিত করেছে।

মাত্র ২৪ মাসে ৮০ হাজারের বেশি পরিবারের কাছে পৌঁছে যাওয়া একটি অসাধারণ মাইলফলক, যা গাড়ির প্রতি আস্থার প্রমাণ দেয়। সেই সাফল্যের ধারা বজায় রেখে এবং গ্রাহকদের রুচির পরিবর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে এই ইনডালজ সংস্করণটি আনা হয়েছে, যা ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে আরও বিলাসবহুল করে তুলবে।

অভিজ্ঞতাকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে।

জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার এমজি সিলেক্ট প্রধান মিলিন্দ শাহ বলেন, এমজি এম৯ প্রেসিডেন্সিয়াল লিমুজিন এবং সাইবারস্টার সম্পূর্ণ আলাদা গ্রাহক পছন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। একটিতে রয়েছে চালক-সহ ভ্রমণের চরম বিলাসিতা, অন্যটিতে পাওয়া যায় রোমাঞ্চকর ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক গতি।

কলকাতায় এগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে আধুনিক বিলাসবহুল ক্রেতার নতুনত্ব, উদ্ভাবন ও অভিজাত্যকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আইকনিক এমজিবি রোডস্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমজি সাইবারস্টার একটি দুই আসনের ইলেকট্রিক রোডস্টার। এতে রয়েছে নজরকাড়া ইলেকট্রিক সিজার ডোর এবং ডুয়াল-মোটর অল-হুইল-ড্রাইভ ব্যবস্থা, যা ৫১০

দুটি নতুন সংস্করণ বাজারে আনল বিএসএ মোটরসাইকেলস

কলকাতা: উৎসবের মরসুমে ভারতীয় বাজারে নিজেদের জনপ্রিয় গোল্ড স্টার ৬৫০ রেঞ্জের পরিধি বাড়িয়ে দুটি নতুন সংস্করণ নিয়ে এল বিএসএ মোটরসাইকেলস। সংস্থাটি ব্রুকল্যান্ডস ব্ল্যাক লিগ্যাসি এডিশন এবং বার্মিংহাম ব্লু নামের এই দুটি আকর্ষণীয় মডেল লঞ্চ করেছে। নয়াদিল্লি এক্স-শোরুম অনুযায়ী বার্মিংহাম ব্লু মডেলটির দাম রাখা হয়েছে ৩,৫৫,৯৫০ টাকা এবং ব্রুকল্যান্ডস ব্ল্যাক লিগ্যাসি এডিশনের দাম ৩,৬৪,৯৫০ টাকা।

এই দুটি নতুন সংস্করণেই রয়েছে বিএসএ-র নির্ভরযোগ্য ৬৫২ সিসির লিকুইড-কুল্ড সিঙ্গেল-সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যা ৪৫ হর্সপাওয়ার শক্তি ও ৫৫ নিউটন মিটার টর্ক উৎপন্ন করে। পাশাপাশি নিরাপত্তা ও স্বচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে রয়েছে ব্রেমো ব্রেক, ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস এবং ক্লাসিক ওয়ার-স্পোক হুইল। ব্রুকল্যান্ডস ব্ল্যাক লিগ্যাসি এডিশনে দেওয়া হয়েছে ১৯৩৭ সালের ঐতিহাসিক রেসিং-সাকল্যের ছোঁয়া, যেখানে উজ্জ্বল



কালো রঙের সঙ্গে ক্রোম ফিনিশড ট্যাঙ্ক, সোনালি পিনস্ট্রাইপিং ও প্রিমিয়াম কুইল্টেড সিট নজর কাড়ে। অন্যদিকে বার্মিংহাম ব্লু সংস্করণে রয়েছে গাঢ় নীল রঙের প্রলেপ, বিশেষ প্যাচযুক্ত সিলভার সাইড-প্যানেল ব্যাজ এবং আধুনিক ইঞ্জিনের ফিনিশিং, যা ব্র্যান্ডটির জন্মস্থানের ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে।

এই উদ্বোধনে ক্লাসিক লিজেন্ডস-এর কো-ফাউন্ডার অনুপম থারেকা জানান যে, একটি আধুনিক রেট্রো-রোডস্টার হিসেবে যা যা থাকা

প্রয়োজন, গোল্ড স্টার তার নিখুঁত উদাহরণ। ব্রিটিশ ডিজাইন থেকে শুরু করে শক্তিশালী সিঙ্গেল ইঞ্জিন, প্রতিটি অংশেই দক্ষতার ছাপ রয়েছে। ব্রুকল্যান্ডস ব্ল্যাক ঐতিহাসিক নাম অর্জনের মুহূর্তকে সম্মান জানায় এবং বার্মিংহাম ব্লু বর্তমান প্রজন্মের চালকদের জন্য সেই ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরে। ক্রেতাদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে এতে চার বছরের ওয়ারেন্টি এবং আট বছর পর্যন্ত রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্সের মতো সুবিধাও রাখা হয়েছে।

২০২৭ অর্থবর্ষের মধ্যে ২০,০০০ মহিলা উপদেষ্টা নেবে আইসিআইসিআই লাইফ

শিলিগুড়ি: নবরাত্রি উপলক্ষে আইসিআইসিআই লাইফ ইনশুরেন্স তাদের ‘নারীশক্তি’ উদ্যোগের অধীনে ২০২৭ অর্থবর্ষের শেষের মধ্যে সারা ভারতে ২০,০০০ মহিলা উপদেষ্টা নিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখের হিসাব অনুযায়ী, সংস্থার ৭৮,০০০-এর বেশি মহিলা উপদেষ্টা মোট এজেন্সি ব্যবসার প্রায় ৪৫% অবদান রেখেছেন। নারীশক্তি উদ্যোগের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির সঙ্গে মিল রেখে এই নতুন নিয়োগের ঘোষণা করা হয়েছে।

আইসিআইসিআই লাইফ ইনশুরেন্স লিমিটেডের চিফ ডিস্ট্রিবিউশন অফিসার অমীশ ব্যাঙ্কার জানান, মেধার কোনো লিঙ্গভেদ হয়

না। সংস্থার মোট উপদেষ্টাদের প্রায় ৩২% মহিলা হলেও ব্যবসার ৪৫% আসছে তাদের হাত ধরে। এমনকি বেঙ্গালুরু, কেরালা ও মুম্বাইয়ের মতো অঞ্চলে এই অবদান ৫০% ছাড়িয়ে গিয়েছে। তিনি আরও বলেন, গৃহিণী থেকে শুরু করে চাকুরিজীবী বা ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা এই মহিলারা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে গ্রাহকদের চাহিদা বুঝে সঠিক আর্থিক সমাধান দেন। ভারতীয় মহিলাদের সহানুভূতি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বীমা ব্যবসার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। সরকারের ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘সবার জন্য বীমা’ লক্ষ্য পূরণ করতে নবরাত্রির আবহে আরও বেশি নারীকে এই পেশায় স্বাগত

জানানো হচ্ছে।

তথ্য অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সংস্থার প্রায় ৪৭% মহিলা উপদেষ্টা টানা ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আইসিআইসিআই লাইফের সঙ্গে বিশ্বস্তভাবে যুক্ত রয়েছেন।

২০২৪ সালে শুরু হওয়া ‘নারীশক্তি’ উদ্যোগের মাধ্যমে কোনো প্রকার প্রাথমিক বিনিয়োগ ছাড়াই নারীদের সম্মানিত আর্থিক পরিকল্পনাকারী হিসেবে কেরিয়ার গড়ার সুযোগ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে তারা পরিবারের সময়ের সঙ্গে আপস না করে নিজের সুবিধামতো কাজের স্বাধীনতা, সম্মান এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারছেন।



এমজি সিলেক্টের হাত ধরে দুর্গাপূজায় কলকাতায় দুটো বিলাসবহুল গাড়ির হস্তান্তর

কলকাতা: দুর্গাপূজার শুভ আবহে জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার বিলাসবহুল ব্র্যান্ড চ্যানেল এমজি সিলেক্ট তাদের কলকাতা এক্সপেরিয়েন্স সেন্টারে একই দিনে পৌঁছে দিল এমজি এম৯ প্রেসিডেন্সিয়াল লিমুজিন এবং বিশ্বের ক্রততম এমজি হিসেবে পরিচিত এমজি সাইবারস্টার। নতুন সূচনা ও সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে উৎসবের মরসুমে এই বিশেষ হস্তান্তর গ্রাহকদের বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহারের

অভিজ্ঞতাকে আরও স্মরণীয় করে তুলেছে।

জেসডব্লিউ এমজি মোটর ইন্ডিয়ার এমজি সিলেক্ট প্রধান মিলিন্দ শাহ বলেন, এমজি এম৯ প্রেসিডেন্সিয়াল লিমুজিন এবং সাইবারস্টার সম্পূর্ণ আলাদা গ্রাহক পছন্দের প্রতিনিধিত্ব করে। একটিতে রয়েছে চালক-সহ ভ্রমণের চরম বিলাসিতা, অন্যটিতে পাওয়া যায় রোমাঞ্চকর ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক গতি।

কলকাতায় এগুলির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে আধুনিক বিলাসবহুল ক্রেতার নতুনত্ব, উদ্ভাবন ও অভিজাত্যকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছেন।

আইকনিক এমজিবি রোডস্টার দ্বারা অনুপ্রাণিত এমজি সাইবারস্টার একটি দুই আসনের ইলেকট্রিক রোডস্টার। এতে রয়েছে নজরকাড়া ইলেকট্রিক সিজার ডোর এবং ডুয়াল-মোটর অল-হুইল-ড্রাইভ ব্যবস্থা, যা ৫১০

পিএস শক্তি ও ৭২৫ এনএম টর্ক তৈরি করে। মাত্র ৩.২ সেকেন্ডে ০ থেকে ১০০ কিমি গতি স্পর্শ করতে সক্ষম এই স্পোর্টস কারটি ইতিমধ্যেই ভারতের বিশিষ্ট তারকাদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

অন্যদিকে এমজি এম৯ প্রেসিডেন্সিয়াল লিমুজিন নজর কেড়েছে এর প্রযুক্তি ও আরামদায়ক কেবিনের জন্য। এতে রয়েছে ১৬-ওয়াই অ্যাডজাস্টমেন্ট ও ম্যাসাজ সুবিধা-সহ

বিলাসবহুল সিট, ইয়ট-স্টাইলের ডুয়াল সানরুফ এবং ১৩-স্পিকার অডিও সিস্টেম। সুরক্ষার দিক থেকে এটি লেভেল ২ এডাস, সাতটি এয়ারবাগ এবং ইউরো এনক্যাপ ও এএনসিএপ থেকে ৫-স্টার রেটিং পেয়েছে।

ভারতে ১৪টি শহরে ১৫টি এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার পরিচালনা করছে এমজি সিলেক্ট এবং সম্প্রতি ইন্দোরের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে।

৪৫-এ পা দিলেন গৌতম গম্ভীর

বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন বিধ্বংসী ওপেনার এবং বর্তমান প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর ১৪ অক্টোবর বুধবার তাঁর ৪৫তম জন্মদিন উদযাপন করলেন। ক্রিকেট দুনিয়ার অসংখ্য গুণগ্রাহী, প্রাক্তন সতীর্থ এবং অগণিত ভক্তের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায় ভেসে গিয়েছেন তিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের

সতীর্থ ও ক্রিকেট প্রশাসকরা ফিরে দেখেছেন এমন এক ক্রিকেটীয় অধ্যায়, যা শুধুমাত্র আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম এবং বিজয়ের নেশায় গড়ে উঠেছে।

জন্মদিনের সকাল থেকেই সমাজমাধ্যমে উপচে পড়েছে শুভেচ্ছা বার্তা। ভারতের অন্যতম তারকা ক্রিকেটার যুবরাজ সিং, যিনি জাতীয় দলের জার্সিতে গম্ভীরের সঙ্গে একাধিক স্মরণীয় জয়ের সাক্ষী ছিলেন,

সত্যিকারের যোদ্ধা, হৃদয়ে চ্যাম্পিয়ন এবং এমন একজন ব্যক্তিত্ব যিনি সর্বদা দেশের ক্রিকেটের স্বার্থে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি রোহান জেটলি জানান, দিল্লির সন্তান গৌতম গম্ভীর গোটা দেশের গর্ব এবং তাঁর অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে চিরকাল অনুপ্রাণিত করবে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লাও গম্ভীরের খেলাধুলার প্রতি একাগ্রতা, কঠোর পরিশ্রম এবং ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

২০০৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত গম্ভীরের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ছিল মূলত মানসিক দৃঢ়তার এক অনুপম নিদর্শন। দেশের হয়ে ২৪২টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ২০টি সেঞ্চুরি ও ৬৩টি হাফ-সেঞ্চুরিসহ তিনি মোট ১০,৩২৪ রান সংগ্রহ করেন। বীরেন্দ্র সেহওয়াগের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটি ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এবং বিপজ্জনক জুটি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ট্রফি জয়ের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলা ৭৫ রানের দায়িত্বশীল ইনিংস এবং ২০১১ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনালে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে চাপের মুখে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে করা অবিস্মরণীয় ৯৭ রান ভারতকে ২৮ বছর পর বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতে সাহায্য করেছিল।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশাপাশি

ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও গৌতম গম্ভীর অধিনায়ক হিসেবে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স দলের অধিনায়কত্ব করে তিনি ২০১২ এবং ২০১৪ সালে দলকে আইপিএল শিরোপা এনে দেন। একজন ব্যাটার হিসেবে তিনি ১৫৪টি আইপিএল ম্যাচে ৪,২১৭ রান করেন এবং তাঁর লড়াই মানসিকতার জন্য ভক্তদের মনে এক স্থায়ী আসন তৈরি করে নেন। তাঁর এই ক্ষুরধার ক্রিকেট মস্তিষ্ক এবং নিখুঁত রণকৌশলের কারণেই ২০২৪ সালের জুলাই মাসে তাঁকে ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়।

কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর গম্ভীর ভারতীয় দলকে তাঁর স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও আগ্রাসী মনোভাবের দীক্ষা দিয়েছেন। বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য ছিনিয়ে আনার যে কৌশল তিনি রপ্ত করেছেন, তা আজ জাতীয় দলের পারফরম্যান্সে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। ৪৫ বছরে পা দিয়েও গৌতম গম্ভীর সেই একই তীব্র জেদ এবং দায়বদ্ধতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ২২ গজের এক নিষ্ঠা ওপেনার থেকে শুরু করে আজকের বিশ্বজয়ী দলের

প্রধান

রূপকার
প য ষ ণ্ঠ



ইতিহাসে অন্যতম লড়াই এবং বড় ম্যাচের নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার হিসেবে গম্ভীরের নাম সর্বদা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। মাঠের ভেতরে কিংবা বাইরে, তাঁর গোটা জীবনটাই যেন আপসহীন লড়াই এবং অদম্য সংকল্পের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর এই বিশেষ দিনে

একটি আবেগঘন বার্তায় তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুকে আজীবন পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং তাঁর সার্বিক সাফল্য কামনা করেন। অপর সতীর্থ সুরেশ রায়না মাঠের মধ্যে গম্ভীরের অপ্রতিরোধ্য মনোভাবের প্রশংসা করে বলেন যে, গম্ভীর ২২ গজে একজন

তাঁর সম্পূর্ণ যাত্রা নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য এক আজীবন অনুপ্রেরণা।

আইসিসি মাসের সেরা শুভমান ও শেফালি

নিজস্ব প্রতিবেদন

দুবাই: সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর জন্য আইসিসি-র সেরা মহিলা ও পুরুষ ক্রিকেটারের পুরস্কার জিতলেন ভারতের দুই তারকা ব্যাটার শেফালি বর্মা ও শুভমান গিল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল আজ এই ঘোষণা করেছে।

মহিলাদের এশিয়া কাপ এবং এশিয়ান গেমসে দুর্দান্ত পারফর্ম করে দেশকে শিরোপা এনে দেওয়ার সুবাদে



মাসের সেরা মহিলা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন ওপেনার শেফালি বর্মা। মহিলাদের এশিয়া কাপে ভারতের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন তিনি। ২২ বছর বয়সি এই তারকা এর আগে গত বছর নভেম্বরে ভারতে আয়োজিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ জয়ের সময় প্রথমবার এই সম্মান পেয়েছিলেন।

অন্যদিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে

ওয়ানডে সিরিজে অসাধারণ পারফরম্যান্সের সুবাদে পুরুষ বিভাগে সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ভারতীয় অধিনায়ক শুভমান গিল। ভারতের অভিষেক শর্মা এবং জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজাকে পিছনে ফেলে তিনি এই সম্মান অর্জন করেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম দুটি ওয়ানডে ম্যাচে শুভমান মোট ৩৩৩ রান করেন, যার মধ্যে প্রথম ম্যাচে একটি সেঞ্চুরি এবং দ্বিতীয় ম্যাচে একটি অপরাজিত ডাবল সেঞ্চুরি

ছিল। এ নিয়ে রেকর্ড পঞ্চমবার আইসিসি-র মাসের সেরা পুরুষ খেলোয়াড় হলেন তিনি। এর আগে ২০২৩ সালের জানুয়ারি ও সেপ্টেম্বর এবং ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি ও জুলাই মাসে এই খেতাব জিতেছিলেন শুভমান। পুরুষদের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশিবার এই পুরস্কার জয়ের রেকর্ডও নিজের দখলে আরও মজবুত করলেন ভারতীয় অধিনায়ক।

ওয়ার্ল্ড স্কেট গেমসে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের আনন্দকুমারের, রূপো অনিরুদ্ধনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

আসুনসিওন: প্যারাশুয়ের আসুনসিওনে আয়োজিত ওয়ার্ল্ড স্কেট গেমস ২০২৬-এ ভারতের হয়ে বড় সাফল্য এনে দিলেন তারকা স্পিড স্কেটার আনন্দকুমার ভেলকুমার। সম্প্রতি পুরুষদের ৫০০ মিটার স্প্রিন্ট বিভাগে ব্রোঞ্জ পদক জিতে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের পদক তালিকাকে আরও সমৃদ্ধ করলেন তিনি। তামিলনাড়ুর ২৩ বছর বয়সি এই প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ মাত্র ৪০.৮৫৬ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করে পোডিয়ামে জয়গা করে নেন। ২০২৫ সালের বিশ্ব স্পিড স্কেটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ঐতিহাসিক সাফল্যের পর আরও একবার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করলেন এই তরুণ অ্যাথলিট। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের চ্যাম্পিয়নশিপেও তিনি ৫০০ মিটারে ব্রোঞ্জ এবং ১০০০ মিটার ও ম্যারাথনে সোনা জিতে দুবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। আনন্দকুমারের এই ধারাবাহিক সাফল্য বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় স্পিড স্কেটিংয়ের অবস্থানকে আরও দৃঢ় ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে।

আনন্দকুমারের পাশাপাশি চলতি প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন



করেছেন ভারতের আরেক উদীয়মান স্কেটার অনিরুদ্ধন বিনোদ। কেরলের বাসিন্দা অনিরুদ্ধন জুনিয়র পুরুষদের ২০০ মিটার ডুয়াল টাইম ট্রায়াল বিভাগে রূপো জিতে ইতিহাস গড়েছেন। অত্যন্ত নাটকীয় ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই রেসে তিনি সময় নেন ১৭.৬৫৮ সেকেন্ড। সোনার পদকজয়ী কলম্বিয়ার ইমানুয়েল রামোস মসকেরার থেকে অনিরুদ্ধন মাত্র ০.০৪৩ সেকেন্ড পিছিয়ে ছিলেন। মসকেরা ১৭.৬১৫ সেকেন্ড সময় নিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অন্যদিকে চাইনিজ তাইপের ওয়েই-নিং চুয়াং ১৭.৭১৮ সেকেন্ডে ফিনিশ লাইন অতিক্রম করে ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করেন।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়

ভারতীয় স্কেটারদের এমন একের পর এক নজরকাড়া সাফল্য প্রমাণ করে যে ভারতে এই খেলাটির জনপ্রিয়তা ও পারদর্শিতা দ্রুত বাড়ছে। আনন্দকুমার ভেলকুমার ও অনিরুদ্ধন বিনোদের মতো অ্যাথলিটদের লড়াই তরুণ প্রজন্মকে আন্তর্জাতিক স্তরে পদক জয়ের নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে। বিশ্বমানের এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর মাধ্যমে তারা শুধু নিজেদের রেকর্ডই সমৃদ্ধ করছেন না, বরং গ্লোবাল স্কেটিং মানচিত্রে ভারতের উপস্থিতিকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করছেন। ক্রীড়াপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞদের মতে, তাদের এই পদকজয় আসন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতে আরও বড় সাফল্যের সূচনা করবে।

বাদ কোচ জয়প্রকাশ নিজস্ব প্রতিবেদন

নয়াদিল্লি: প্যারা এশিয়ান গেমসের ভারতীয় দল থেকে সম্প্রতি প্যারা-শুটিং কোচ জয়প্রকাশ নৌটিয়ালকে সরিয়ে দিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। দল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগ এবং তদন্তের দাবির জেরেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁর জায়গায় দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ জাতীয় কোচ জীবন এল. রাইয়ের হাতে।

আসন্ন প্যারা এশিয়ান গেমসের জন্য ক্রীড়া মন্ত্রক মোট ১৬৬ জন ক্রীড়াবিদকে সবুজ সংকেত দিয়েছে। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় আগামী ১৮ অক্টোবর থেকে এই বহু প্রতীক্ষিত প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। উল্লেখ্য, বিগত প্যারা এশিয়ান গেমসে ২৭টি সোনাসহ মোট ১০৮টি পদক জিতে ভারত এক ঐতিহাসিক নজির গড়েছিল এবং এই প্রথমবার পদকের সংখ্যা ১০০-র গণ্ডি পার করেছিল। সেই অভাবনীয় সাফল্যের পর আসন্ন প্রতিযোগিতায় ভারতের পদক জয়ের সম্ভাবনা আরও উজ্জ্বল করতে প্রস্তুত হচ্ছে দল।

